চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 240 Sunday, 30 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৪০ সংখ্যা ❋ ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩০, রবিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নাবালিকাকে ট্যাক্সি করে কলকাতায় ঘোরাতে নিয়ে যাবার পথে পুলিশের হাতে আটক এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের জানাগেট এলাকায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সীমান্তে গাঁজা পাচারের আগে নদিয়ায় গ্রেফতার ২ যুবক। চাঞ্চল্য নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায়। বাজেয়াপ্ত ৪০ কেজির গাঁজা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ত্রিপুরায় বিজেপির সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন জি আর রবীন্দ্র রাজু। তিনি অসমের যুগ্ম দায়িত্ব পালন করবেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

জাপান ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন ভারতীয় তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। সেই সঙ্গে এই টুর্নামেন্টে ভারতের পদক পাওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রেসপিরেটরি ফেলিওর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে, চলছে অ্যান্টিবায়োটিক। লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ও টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর নিয়ে শনিবার বিকলে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৭৯ বছর বয়সী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে! বর্তমানে তিনি আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি। অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট চলছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থা হিমোডায়ানামিকালি স্থিতিশীল। বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের ফুসফুসের সংক্রমণ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। তাঁর যাবতীয় পরীক্ষা হয়েছে। সেই রিপোর্ট আসার অপেক্ষা করা হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তির সময় শরীরে প্রবল অক্সিজেনের ঘাটতি ছিল তাঁর। অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সি-প্যাপ সাপোর্ট দেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য মেডিক্যাল টিম গঠন হয়েছে। পালমনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন সেই টিমে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডে রয়েছেন ডাঃ কৌশিক চক্রবর্তী (মেডিসিন), ডাঃ সৌতিক পান্ডা (ক্রিটিক্যাল কেয়ার), ডাঃ সুস্মিতা দেবনাথ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার), ডাঃ সরোজ মণ্ডল (ইন্টারভেনশনাল কারডিওলজি), ডাঃ অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইন্টারনাল মেডিসিন ও পালমোনোলজি), ডাঃ ধ্রুব ভট্টাচার্য (ইন্টারনাল মেডিসিন ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার), ডাঃ সোমনাথ মাইতি ও ডাঃ সপ্তর্ষি বসু (ফিজিশিয়ান ও উডল্যান্ডস-এর মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ড্যান্ট)। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রস্রাবের সমস্যা রয়েছে। তবে এখন শারীরিক অবস্থা আগের থেকে স্থিতিশীল। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা শতকরা ৮২-তে নেমে এসেছিল। ফলে প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল তাঁকে। তড়িঘড়ি চিকিৎসা শুরু করেন চিকিৎসকরা। অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়। এদিন বিকাল ৪টে ৫০ মিনিট নাগাদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। উডল্যান্ড হাসপাতালের আইসিইউ-র ৫১৬ নম্বর কেবিনে ভর্তি রয়েছেন বুদ্ধদেব। হাসপাতালে পৌঁছেই সোজা সেখানে চলে যান রাজ্যপাল। বাইরে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। এদিকে আগেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করে সি ভি আনন্দ বোস বলেছিলেন, ''উনি একজন নেতা। আমার খুবই চিন্তা হচ্ছে। উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন জানার পর থেকেই খুবই উদ্বেগে রয়েছি। আমরা নিশ্চিত উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবেন। আমরা তাঁর জন্য প্রার্থনা করব।'' উডল্যান্ডের ডাক্তারদের উপর আস্থা রাখছেন খোদ রাজ্যপালও। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে বলেন, ''উনি খুবই ভাল ডাক্তারদের হাতে রয়েছেন। উনি ভাল চিকিৎসা পাবেন। আমরা আশা করছি খুব দ্রুত উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'' **ছবি-সৌরভ দত্ত**

মণিপুরে দুই মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্ত শুরু সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ মণিপুরে দুই মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়ার কথা দিন দুয়েক আগেই ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ, শনিবার এফআইআর দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এবার তদন্তের স্বার্থে সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল মণিপুরে যাবে বলে সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, মণিপুরে দুই মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়া হবে বলে বৃহস্পতিবার রাতেই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর শুক্রবার ন্যক্কারজনক ওই ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই। এবার শনিবার সিবিআইয়ের তরফে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু হল। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তের জন্য ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নেতৃত্বে সিট গঠন করেছে সিবিআই। শীঘ্রই সিবিআইয়ের একটি দল ঘটনার তদন্তে মণিপুরে যাবে। ওই দলে ফরেন্সিক অফিসার ছাড়াও কয়েকজন মহিলা আধিকারিকও থাকবেন বলে সিবিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। এদিকে, ন্যক্কারজনক ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে মণিপুর পুলিশ। ভিডিয়োটি যে শ্যুট করেছে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং যে মোবাইল থেকে ভিডিয়োটি শ্যুট করা হয়েছিল, সেটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এবার গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকেরা। প্রসঙ্গত, গত ৩ মে থেকে কুকি ও মেইতি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে মণিপুর। অশান্তি শুরুর পরদিনই, গত ৪ মে দুই মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানো হয়। সম্প্রতি সেই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। যা নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছে গোটা দেশ। ফের নতুন করে অশান্ত হয়ে ওঠে মণিপুর। যদিও দোষীরা কেউ ছাড় পাবে না বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনাটিকে লজ্জাজনক ও গ্রহণীয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়। দোষীরা কঠোরতম শাস্তি পাবে বলে আশ্বাস দেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং। তারপর দু-দিনের মধ্যে গ্রেফতার হয় ৬ অভিযুক্ত। তবে এই ঘটনার রেশ পড়েছে সংসদেও। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদের হই-হট্টগোলে উত্তাল হয়ে উঠেছে সংসদের দুই কক্ষ। অবশেষে ঘটনার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে মহিলাদের প্রাধান্য তৃণমূলের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে শুরু থেকেই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। আর এবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। বোর্ড গঠনে মহিলাদের প্রাধান্য দিতে উদ্যোগী তৃণমূল নেতৃত্ব। লোকাল বডি নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের আইন আগেই নিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ তো থাকছেই, সঙ্গে আরও বেশি পদে মহিলাদের আনতে চাইছে ক্ষেত্রেই মহিলা ভোটব্যাঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। আর বাংলায় এই মহিলা ভোটব্যাঙ্কের সিংহভাগই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছে বলে বার বার দাবি করে তৃণমূল। রাজ্যের শাসক শিবিরও ভোট রাজনীতিতে মহিলাদের বরাবর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। নারী ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য। যেমন মেয়েদের শিক্ষার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প, যা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তাছাড়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে মাসে মহিলাদের কাছে

তৃণমূল। অর্থাৎ, সংরক্ষিত আসন নয়, এমন জায়গাতেও মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে বলে দলীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। রাজ্যে ২২টি জেলা পরিষদ, কয়েকশো পঞ্চায়েত সমিতি ও তিন হাজারেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী, ৫০ শতাংশ জায়গায় জেলা পরিষদ, সমিতি ও পঞ্চায়েতের মাথায় তো মহিলারা বসছেনই। সঙ্গে আরও বেশি আসনে পদাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পেতে চলেছেন মহিলারা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই পদক্ষেপ কি মহিলা ভাবাবেগে আরও শান দেওয়ার চেষ্টা? সেই প্রশ্নও ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। যে কোনও নির্বাচনের টাকা পৌঁছে দেওয়া। রয়েছে রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতার মতো প্রকল্পগুলিও। একুশের বিধানসভা ভোটে মহিলা ভোটব্যাঙ্কের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে তৃণমূল শিবির। পঞ্চায়েতেও মহিলা ভোটব্যাঙ্কের সিংহভাগ তৃণমূলের পক্ষেই গিয়েছে। তাই কি এবার লোকসভা ভোটের আগে মহিলা ব্রিগেডকে আরও মজবুত করতে চাইছে রাজ্যের শাসক শিবির? সেই কারণেই কি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত? এমন প্রশ্ন কিন্তু ঘুরে ফিরে আসতে শুরু করেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো নির্দেশ দিয়েছেন ১৬ আগস্টের মধ্যে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য। সূত্রের খবর, সেখানে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য থাকবে চোখে পড়ার মতো।

দেশজুড়ে বাড়তে থাকা গণপিটুনির ঘটনায় কেন্দ্র ও ৬ রাজ্যকে 'সুপ্রিম' নোটিস

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ দেশজুড়ে বাড়তে থাকা গণপিটুনির ঘটনা রুখতে পাঁচবছর আগে নতুন আইন প্রণয়নের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আদালতকে জানানো হয়ে, গণপিটুনির ঘটনা বাড়েনি। তাই নতুন আইনেরও প্রয়োজন নেই। এবার একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে গণপিটুনির বিষয়ে কেন্দ্রের পাশাপাশি ৬ রাজ্যকে নোটিস পাঠাল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি জেপি পারদিওয়ালাকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চের পক্ষ থেকে এদিন কেন্দ্র এবং ৬ রাজ্যকে গণপিটুনির ঘটনায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ৬ রাজ্য হল- হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র। গত ২৮ জুন বিহারের সারণ জেলায় গরুর মাংস পাচারের সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনির অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় দেশে বাড়তে থাকা গণপিটুনি নিয়ে 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন' নামে একটি সংগঠনের তরফে মামলায় দায়ের করা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বল গণপিটুনির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালতকে জানান, অবিলম্বে এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ জরুরি। এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্ররোচনামূলক মন্তব্যও গণপিটুনির প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এরপরই কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ৬ রাজ্যের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছে বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি জেপি পারদিওয়ালাকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

শো কজের পাল্টা নতুন দলের হুঁশিয়ারি! তৃণমূলের কাঁটা এবার হুমায়ুন কবীর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ জুলাইঃ শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের দলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শো কজ করল তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী দেওয়া এবং দলবিরোধী কাজ করার অভিযোগেই ভরতপুরের বিধায়ককে শোকদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। যদিও দলের চিঠি পেয়ে দমে না গিয়ে পাল্টা ২০২৬-এর আগে নতুন দল তৈরির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। আগামী সোমবার তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে দেখা করে তিনি শো কজের জবাব দেবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর পছন্দের প্রার্থীদের দল টিকিট দেয়নি বলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। দলের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই একাধিক আসনে নির্দল প্রার্থী দেন তিনি। হুমায়ুনের সঙ্গে একই পথে হেঁটেছিলেন জেলার আরও কয়েকজিন বিধায়ক। পরে অবশ্য মুর্শিদাবাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে যোগ দেন তিনি। কিন্তু হুমায়ুনের উপরে অসন্তুষ্ট ছিল দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এ দিন দুপুরে শো কজ লেটার পৌঁছয় হুমায়ুনের বাড়িতে। সাত দিনের মধ্যে সেই চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছে। তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি তখনও ওই পদে ছিলেন। চিঠি পেয়েই অবশ্য পাল্টা বিস্ফোরণ ঘটান হুমায়ুন। এর আগে ২০১৫ সালেও তাঁকে বহিস্কার করেছিল তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গ তুলে এবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে হুমায়ুন বলেন, ''আগের মতোই যদি চক্রান্তকারীদের কথায় যদি আমাকে বহিস্কার করে তখন

আমাকে অন্য কিছুই ভাবতে হবে। মুর্শিদাবাদের বহু কর্মী আগে তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ বলত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বলত। কিন্তু আজকের তৃণমূলে তাঁদের কোনও গুরুত্ব নেই। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমার ব্যক্তিগত অনুগামী তিরিশ শতাংশ। বিধায়ক হতে পারি না পারি আমি অন্যায়টাকে অন্যায় বলব।'' তিনি যে প্রয়োজনে নতুন দল গড়তেও তৈরি, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক। হুমায়ুন বলেন, ''যদি তৃণমূল বিধায়ক হিসেবে আমার ভোটে লড়ার অধিকার কেড়ে নেয়, তাহলে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তুলব। যখনই মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন শেষ ঝাঁকুনি দেয়। যাঁরা চক্রান্তকারী তাঁদের জয়জয়কার, তাঁরা যেটা বলছে তাদের কথাই নেতৃত্ব শুনছে।'' যদিও এর পাল্টা তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে অতীতেও অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে তৃণমূলকে। নিজের অনুগামীদের নিয়ে থানায় চড়াও হওয়া, দলের নেতাদেরই হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। এবার সরাসরি তাঁকে শো কজ করে হুমায়ুনকে তৃণমূল নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে কি না, সেটাই দেখার। ইতিমধ্যেই দলের আর এক সংখ্যালঘু বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। হুমায়ুনের ক্ষেত্রে তাই তৃণমূল শেষ পর্যন্ত কতটা কঠোর হয়, সেটাই এখন দেখার। কারণ মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। সেখানে ভোট বিভাজন হলে তা তৃণমূলেরই বিপক্ষে যাবে।

চাপ বাড়বে কি অনুব্রতদের? গরুপাচার মামলা দিল্লি সরানোর আবেদন ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ গরুপাচার মামলায় এবার বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গরুপাচার মামলায় সিবিআই এর বিচারপর্বও দিল্লিতে সরাতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টেই একসঙ্গে চলবে ইডি ও সিবিআই মামলার বিচার। এমনটাই আবেদন ইডি-র। একই মামলায় একই অভিযুক্তদের অর্থাৎ অনুব্রত, আব্দুল লতিফ, এনামুল হক, সায়গল হুসেন সহ ১২ জন নিয়ে মামলা দিল্লির রাউস অভিনিউ কোর্টের একই আদালতে হওয়া উচিত বলে দাবি ইডির। আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন জমা করেছে ইডি। সিবিআই এর গরুপাচার মামলার কেস রেকর্ড-সহ আদালতে থাকা সব নথি দিল্লিতে পাঠানোর আবেদন জমা পড়েছে। আগামী ১৯ আগস্ট এই আবেদনের শুনানি। গরু পাচার মামলায় সিবিআই গ্রেফতার করে অনুব্রত মণ্ডল, সায়গোল হুসেন সহ একাধিক জনকে। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মন্ডলের একাধিক রাইস মিলের হদিস পায় সিবিআই। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করে সম্পত্তির হদিস পায় সিবিআই। সায়গল হুসেনের সঙ্গে এনামুল হকের ফোনে যোগাযোগ কললিস্ট মেলে। সায়গলের বিপুল সম্পত্তির হদিস পায় সিবিআই। সিবিআইয়ের পরে সায়গল ও অনুব্রত মন্ডলকে ইডি হেফাজতে নেয়। বর্তমানে তাঁরা তিহার জেলে জেলবন্দি। তাই সিবিআই ও ইডির যেহেতু একই মামলা ও একই অভিযুক্তরা, তাই দুটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার শুনানি দিল্লীর রাউস অভিনিউ কোর্টে হওয়ার জন্য আবেদন করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এতে মামলার গতি আরও দ্রুত এগোবে। এক মামলার একই অভিযুক্তদের নথি, ডকুমেন্টস এক আদালতে থাকলে সেখানে বিচার প্রক্রিয়া চালাতে অনেক সুবিধা। কারণ নথি ও ডকুমেন্টস থাকলে সেখানে মামলার অগ্রগতি জন্য কোনও ডকুমেন্টস দরকার হলে সময় নষ্ট হবে না। এক আদালতে সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে। আর সেকারণে দিল্লির রাউস অভিনিউ আদালতে এই মামলার ইডি ও সিবিআই এর মামলা চলার আবেদন ইডির।

শ্বশুর নন, কোচ সুব্রতকে এগিয়ে রাখব, মোহনবাগান দিবসে বললেন সুনীল ছেত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ মোহনবাগান দিবসকে স্মরণীয় করে রাখলেন ভারতীয় ফুটবলের গৌরব সুনীল ছেত্রী। শনিবার বিকেলে শ্বশুর মশাই সুব্রত ভট্টাচার্যের আত্মজীবনী অনুষ্ঠানে হাজির থেকে জামাই সুনীল পরিষ্কার বাংলাতেই বলে দিয়েছেন, 'সুব্রত ভট্টাচার্যের কাছে আমি ফুটবলার হিসেবে ঋণী। কারণ উনি কোচ হিসেবে আমাকে এই জায়গায় আনতে সহায়তা করেননি। সুনীল নিজ চেষ্টাতেই এতটা এগিয়েছে, কিংবদন্তি হয়েছে। সুনীলের শৃঙ্খলাময় জীবনই যে তাঁকে ভারতের সেরা ফুটবলার করেছে, সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে ছিলেন সুব্রতর সমসাময়িক ফুটবলার। তালিকায় ছিলেন এবারের মোহনবাগান রত্ন গৌতম সরকার,

মোহনবাগান দলে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন। জুনিয়র ফুটবলার হিসেবে সেই সুযোগ না পেলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। ওঁর ম্যাচ রিডিং ক্ষমতা বাকিদের থেকে অনেক আলাদা। তাই আমি কোচ হিসেবে ওঁকে এগিয়ে রাখতে চাই।'' ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক যে এত ভাল বাংলা বলতে পারেন, সেটি অনেকেই জানতেন না। সুনীলই এই অনুষ্ঠানের চমক ছিলেন। তিনি ঝটিতি কলকাতায় এসে এই বইয়ের উদ্বোধন করে গেলেন। মঞ্চেই সুব্রত জামাই সুনীল নিয়ে জানিয়েছেন, সুনীলকে তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, কম্পটন দত্ত, সমরেশ চৌধুরী, গোলকিপার তরুণ বসু। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন সভাপতি টুটু বসু। তিনি হুইল চেয়ারে করে এসেছিলেন। মন্ত্রী সুজিত বসু ঘোষণা করেন, বিধান নগরের একটি নামী ফুটবল মাঠের নামকরণ সুব্রত ভট্টাচার্যের নামে হবে। মোহনবাগান দিবসের এই মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলের দুই কর্তা এসে সুব্রত ভট্টাচার্যকে সম্মান দিয়েছেন। পাশাপাশি ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্তকে লাল হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

পদ যেতেই দিলীপকে খোঁচা দিলেন বাবুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতির পদ যেতেই দিলীপ ঘোষকে নিশানা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি যখন বিজেপিতে ছিলেন তখন দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর ছিল না। এবার দিলীপের পদ যেতে তাঁকে পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে বাবুল লিখছেন, এত দিন দলের কাজ করে বিজেপি নেতা শেষ পর্যন্ত 'ঝুনঝুনি' পেলেন। টুইটে বাবুল লিখেছেন, 'অবেশেষে বাংলা বিজেপির ঠোঁট সিল করে দেওয়া হল। নিজের ওষুধের স্বাদ নিজেই পেলেন। এত বছর দল করার পর উনি ঝুনঝুনি পেলেন। এখন তিনি বুঝতে পারছেন কেন আমি আমার কষ্টর্জিত এমপি পদ তাদের মুখে ছুড়ে দিয়েছিলাম।' রাজ ভবনের উপর অতি নির্ভরতা, পঞ্চায়েতে ৬০ শতাংশ বুথে ফল অশান্তি না হওয়া সত্ত্বেও ফল খারাপ হওয়া, বাংলায় ৩৫৫ ধারা লাগু করা, এসব নিয়ে সরব হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। যা কার্যত দলের অন্য দুই শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের মতের বিপক্ষে। তাঁর এই মুখ খোলায় অস্বস্তিতেও পড়তে হয় বিজেপিকে। বাবুল তাঁর টুইটে বোঝাতে চেয়েছেন, এই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া মাধ্যমে বিজেপি নেতার মুখ বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হল।

'দুঃখ' ভুলতে দিলীপকে দুয়ারে সরকারে যাওয়ার পরামর্শ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদ হারিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। বছর ঘুরতেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরে এমন রদবদল স্বাভাবিক ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। দিলীপের পদহীন হওয়া নিয়ে এদিন কটাক্ষের সুর শোনা গেল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মুখে। কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিজেপি একটা আলাদা দল। দিলীপ ঘোষ নাম সহ সভাপতি পদ থেকে সরে গেল। অনেকে বলেছেন ললিপপের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পদ কয়েক মাসের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার পেতে পারেন। এরা মিউজিক্যাল চেয়ারে থাকেন। বেশি অপমানিত হলে, দুয়ারে সরকার ভেবে দেখতে পারেন দিলীপ ঘোষ, তার বাড়ির লোকেদের মতো। যারা যারা নানা সমস্যায় থাকে তাদের জন্য সরকারের নানা স্কিম থাকে। আগেও উত্তর দিনাজপুরের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বাদ দিয়েছিল। আমরা বলছি জীবনের সমস্যা থাকলে, দুয়ারে সরকারের নানা স্কিম ভেবে দেখতে পারেন।''

জিএসটি প্রতারণার পর্দাফাঁস, ভুয়ো কোম্পানির আড়ালে ৫৫৭ কোটি লুঠ, জাল বাংলাতেও

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ একের পর এক জিএসটি প্রতারণার পর্দাফাঁস। গত মাসে নয়ডা পুলিশ এই জিএসটি প্রতারণার জেরে তিনজনকে গ্রেফতার করে। সব মিলিয়ে ২৪৬টি সেল কোম্পানির খোঁজ পেয়েছেন জিএসটি আধিকারিকরা। প্রায় ৫৫৭ কোটি টাকার প্রতারণা করা হয়েছে বলে খবর। অর্থমন্ত্রক এনিয়ে বিবৃতি জারি করেছে। এই সেল কোম্পানিগুলিকে সামনে রেখে জিএসটি প্রতারণা করা হত। এমনকী গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড সংগ্রহ করে নানা কারচুপিও করা হত বলে অভিযোগ। এদিকে মন্ত্রকের হিসেব বলছে, ২০১৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত জিএসটি প্রতারণার ৫০৭০টি কেস এসেছিল। তার মধ্যে বাংলায় ২০৭টি, কেরলে ১৩৫টি, তেলেঙ্গানায় ১৩৭, মহারাষ্ট্রে ৭৬৫, রাজস্থানে ৪০১ ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৩টি মামলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, নয়ডা পুলিশের সূত্র ধরে ও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২টি বড় সিন্ডিকেটের খোঁজ মিলেছে। সেই একটি সিন্ডিকেটে রয়েছে আনন্দ কুমার ও অপর সিন্ডিকেটে রয়েছেন অজয় কুমার। এরাই ভুয়ো সেল কোম্পানি খুলে প্রতারণা করছিল বলে অভিযোগ। মিন্টের প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, একাধিক ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি ফরেনসিক পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে লেজার, ইন ভয়েস, ই-ওয়ে বিল

গুলি পাওয়া গিয়েছে। হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট, ভয়েস মেসেজের একাধিক নমুনা মিলেছে। তার মাধ্যমে বোঝা গিয়েছে, ভুয়ো জিএসটি বিল তৈরি করা হত। আর তার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করা হত। আর এই সব লেনদেনের জন্য একাধিক ভুয়ো কোম্পানি তৈরি করা হয়েছিল। মানে যে কোম্পানির বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জিএসটির বিল কাটার জন্য সেই কোম্পানির নাম ব্যবহার করা হচ্ছিল। গোটাটাই একটা চক্র। সেই চক্র সক্রিয় হয়েছিল নয়ডায়। সেই ভুয়ো কোম্পানির স্ট্যাম্প, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, চেক বুক, আধার কার্ড, প্যান কার্ড মিরাট পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। মন্ত্রকের তরফে দেখা গিয়েছে, এই চক্রের চাঁইদের সঙ্গে ব্রোকার বা এজেন্টদের যোগাযোগ ছিল। ব্রোকার বা এজেন্টদের মাধ্যমে গরিব মানুষদের নানা ধরনের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা হত। টাকার বিনিময়ে এই ধরনের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা হত। মনে করা হচ্ছে এই চক্রের পেছনে ব্যাঙ্কের আধিকারিকরাও যুক্ত থাকতে পারেন। কারণ যেভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের লোকজনের যুক্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। অর্থমন্ত্রক দেখেছে বেশিরভাগ বেনিফিসিয়ারি দিল্লির বাসিন্দারা। অন্যান্যরা সব মিলিয়ে দেশের ২৬টি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই দুটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ২৪৫টি ভুয়ো কোম্পানি খোলা হয়েছিল। তার মাধ্যমেই প্রতারণার জাল বোনা হচ্ছিল।

জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কম্পাঙ্ক ৫.৮

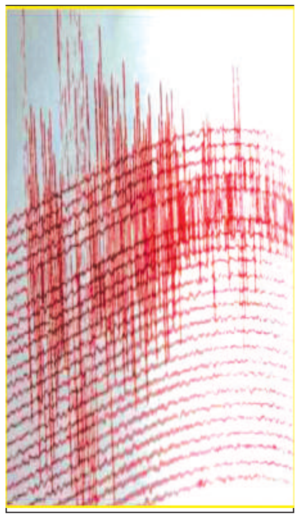

পোর্টব্লেয়ার, ২৯ জুলাই ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। শুক্রবার গভীর রাত ১২.৫৩ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। দিগলিপুর থেকে ২৮৪ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪১৮ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উসস্থল। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান দ্বীপপূঞ্জে আতঙ্ক তৈরি হয়।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শুকবার গভীর রাত ১২.৫৩ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভুত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৬৯ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০.৭৫ অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪৭ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে মহরমের তাজিয়া শোকে পরিণত! বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৪, দগ্ধ ১০ জন

বোকারো, ২৯ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে মহরমের তাজিয়া পরিণত হল শোকে। শনিবার সকালে বোকারো জেলার পিটারওয়ার ব্লকের খেতকো গ্রামে মহররমের শোভাযাত্রার সময় বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ১০ জন দগ্ধ হয়েছেন। মহরম উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন তাজিয়া বের করেছিলেন। তাজিয়াকে তোলার সময় ওপর থেকে যাওয়া ১১ হাজার হাই টেনশন বৈদ্যুতিক তারে তা আটকে যায়। তারের সংস্পর্শে আসার জন্য তাজিয়া শোভাযাত্রায় রাখা ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ ঘটে।এই দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন গুরুতর দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক এবং দু'জনকে চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে বোকারোতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার পর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আসিফ রাজা (২১), এনামুল রব (৩৫), গোলাম হুসেন (১৮) ও সাজিদ আনসারি (১৮)।

২৮-দিনে তুষারলিঙ্গ দর্শন ৭ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর, মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ২৯ জুলাই ঃ সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। বিগত ২৮-দিনের মধ্যে তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছেন ৭ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী, যা এককথায় রেকর্ড। শনিবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দলটি কাশ্মীরের বালতাল ও পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে। গত পয়লা জুলাই অমরনাথ যাত্রার শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষের বেশি পুন্যার্থী পবিত্র অমরনাথ গুহায় তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছেন। আগামী ৩১-শে আগস্ট শেষ হবে বার্ষিক এই তীর্থযাত্রা।শনিবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে কাশ্মীরের বালতাল ও পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে ২৯-তম দল। মোট ২,০৫০ জন তীর্থযাত্রী এদিন সকালে অমরনাথের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁদের মধ্যে ১,৬১৮ জন পুরুষ, ৩৫৭ জন মহিলা, ১২টি শিশু, ৫৪ জন সাঁধু ও ৯ সাধ্বী। ১ জুলাই অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে এযাব মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জন পুণ্যার্থীর।

ভারতের ক্রমবর্ধমান নব্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের আকাঙ্ক্ষার পাওয়ার হাউসঃপ্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ২৯ জুলাই ঃভারতের ক্রমবর্ধমান নব্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের আকাঙ্ক্ষার পাওয়ার হাউস। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, দেশে চিপ-মেকিং ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে আমাদের। আমি নিশ্চিত যে কেউ এই বিষয়ে কাজ করবে সে দ্রুত 'ফার্স্ট মুভার সুবিধা' পাবে। শুক্রবার গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে সেমিকনইন্ডিয়া ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে আপনাদের জন্য প্রচুর সুযোগ রযেছে। ভারতের গণতন্ত্র, ভারতের জনসংখ্যা এবং ভারত থেকে লভ্যাংশ আপনাদের ব্যবসাকে দ্বিগুণ, তিনগুণ করতে পারে।

মোদীর কথায়, আমরা ভারতের ডিজিটাল সেক্টর এবং ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে তাপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি দেখছি। কয়েক বছর আগে ভারত এই সেক্টরে একটি ক্রমবর্ধমান খেলোয়াড় ছিল এবং এখন বৈশ্বিক ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আমাদের শেয়ার কয়েকগুণ বেড়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০১৪ সালে ভারতের ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের মূল্য ছিল ৩০ বিলিয়ন ডলারের কম। মাত্র দুই বছরে ভারতের ইলেকট্রনিক্স রফতানি দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতে তৈরি মোবাইল ফোনের রফতানি দ্বিগুণ হয়েছে। যে দেশ একসময়.মোবাইল ফোনের আমদানিকারক ছিল সেই দেশ এখন বিশ্বের পণ্য তৈরি করছে। সেরা মোবাইল ফোন এবং সেগুলি রপ্তানি করা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই ইভেন্টটি সফ্টওয়্যার আপডেট করার প্রয়োজনীয়তার মতোই। সেমিকনইন্ডিয়া ২০২৩-এর মাধ্যমে, শিল্প, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সম্পর্ক আপডেট হতে থাকে। আমি এটাও মনে করি যে সম্পর্কের সমন্বয়ের জন্য এটি অপরিহার্য।

মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল 'ইন্ডিয়া' জোট-এর ২১ সদস্য , অধীর বললেন এই ইস্যুতে রাজনীতি করবেন না

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃহিংসায় জর্জরিত মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটের ২১ জন সদস্য। শনিবার সকালে দিল্লি থেকে বিমানে মনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ২১ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এই ২১ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও গৌরব গগৈ, আপ সাংসদ সুশীল গুপ্তা, আরএসপি সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রন, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুস্মিতা দেব, রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং জেডি(ইউ) সাংসদ রাজীব রঞ্জন সিং প্রমুখ।কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন

চৌধুরী এদিন সকালে বলেছেন, এই ইস্যুতে রাজনীতি করবেন না...এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাওয়ার চেষ্টাও করেননি। এখন বিরোধীদের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছে কেন্দ্র। আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেছেন, মণিপুরের কথা শোনা দরকার...আমরা মণিপুরের মানুষের কথা শোনার এবং তাঁদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি...আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শোনার চেষ্টা করব। এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কানিমোঝি বলেছেন, আমরা মণিপুরের জনগণের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এবং তাঁদের বলব আমরা তাঁদের পাশে আছি এবং আমরা তাঁদের জন্য লড়াই করছি। আমরা মণিপুরের গভর্নরের সঙ্গেও দেখা করার অনুমতি চেয়েছিলাম। মণিপুর নিয়ে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী সংসদে জবাব দেবেন বলে আমরা আশা করছি। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেছেন, আমরা উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব। মণিপুরের মানুষের কথা শুনতে হবে। আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাযিত্ব রাজ্য সরকারের।

বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড়সড় রদবদল, দিলীপ ঘোষ এখন শুধুই দলের সাংসদ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় কমিটিতে বা|স। রদবদল করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দিলীপ ঘোষকে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিল বিজেপি, তিনি এখন শুধুই সাংসদ। পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি পদ খোয়ানোর পরে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। কিন্তু এ বার সেই পদ খোয়ালেন দিলীপ। এখন তিনি শুধুই মেদিনীপুরের সাংসদ।শনিবার সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা যে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন তাতে দিলীপের নাম নেই। এ নিয়ে বিরোধী শিবিরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তবে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, শুনেছি দলের সাংসদদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেটা লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই। সাংসদরা যাতে নিজের নিজের এলাকায় বেশি করে সময় দিতে পারেন, তাই এই পদক্ষেপ।''প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে ভারতীয়.জনতা পার্টি নিজস্ব কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশ করেছে - বান্দি সঞ্জয় কুমার, রাধামোহন অগ্রবালকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জনগণের সমস্যা সৃষ্টি করে রাস্তা বন্ধ করতে আসলে আপনাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবেঃবিএনপিকে ওবায়দুল কাদের

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,বাংলাদেশঃ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সা|ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, রাস্তা বন্ধ করতে আসলে আপনাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ চোখ রাঙাবেন না। আওয়ামী লীগের শেক। এ মাটির অনেক গভীরে।তিনি বলেন, ' নাকি আপনারা রাস্তা বন্ধ করবেন, ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান নেবেন? আপনাদের চলার রাস্তাও বন্ধ করে দেবো। চোখ রাঙাবেন না, আমাদের শেঁক। এ মাটির অনেক গভীরে।'আজ ২৮ জুলাই শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এক কথা বলেন। ' হত্যা, ষ|যন্ত্র ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে' এই সমাবেশের আয়োজন করে আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম তিন সংগঠন।যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, কামরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, দফতর সম্পাদক বিপ্লব বা|য়া,স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু এবং ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন।সমাবেশ সঞ্চালনা করেন যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর রহমান বাবু ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ফুলবাড়িতে

দক্ষিণ দিনাজপুর,২৯জুলাইঃদক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ি এলাকাতে শনিবার সাত সকালে রাস্তার ধারের পাশের জমি থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনা খবর এলাকার বাসিন্দারা গঙ্গারামপুর থানায় জানালে গঙ্গারামপুর থানা পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে গঙ্গারামপুর থানায়। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি|র আনুমানিক বয়স(৬০)।এরপর পরবর্তীতে ময়না তদন্তের জন্য দেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এলাকায.এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে

দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমাতঙ্ক! তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

সোনিপত, ২৯ জুলাই ঃভুয়ো ফোনকলের পর বোমাতঙ্ক ছড়াল দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে। শুক্রবার রাতে কেউ একজন ফোন করে বলে দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমা রয়েছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।ট্রেনটি সেই সময় হরিয়ানার সোনিপতে ছিল, সোনিপতে রেল স্টেশনে ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয় রাতেই। দীর্ঘ তল্লাশির পরও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। উত্তর রেলের সিপিআরও দীপক কুমার বলেছেন, শুক্রবার রাত ৯.৩৫ মিনিট নাগাদ সোনিপত স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছয় দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেস।বোমাতঙ্কের জেরে স্টেশনে এসে পৌঁছয় আরপিএফ ও জিআরপি, এসে পৌঁছয় দমকল ও অ্যাম্বুলেন্সও। ভোররাত পর্যন্ত ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া হয়নিম এরপর ভোররাত দু''টো নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয় ট্রেনটি।

ডঃ কালামের মহাকাশ বিজ্ঞানের স্বপ্ন মোদীজির নতুন উদ্ভাবনের কারণে পূরণ হবেঃঅমিত শাহ

রামেশ্বরম, ২৯ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানে সুযোগ রযেছে। তাঁদের জন্য স্টার্টআপ উন্মুক্ত। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার তামিলনা|ুর রামেশ্বরমে ডঃ এপিজে আব্দুল কালামঃমেমোরিস নেভার ডাই বই প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এই বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, ইন্ডিয়া ২০২০ঃভিশন ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম'' বইতে ডঃ এপিজে আবদুল কালাম ভারতের উন্নয়নের

রোডম্যাপ তুলে ধরেছেন। তিনি তিনটি বিষয় বলেছিলেন - ভারতকে অবশ্যই নিজস্ব সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, একটি প্রযুক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ করতে হবে এবং কৃষি ও শিল্প এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানে সুযোগ রযেছে এবং তাঁদের জন্য স্টার্টআপগুলি উন্মুক্ত। আমি বিশ্বাস করি, এপিজে আবদুল কালামের মহাকাশ বিজ্ঞানের স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নতুন উদ্ভাবনের কারণে পূরণ হবে এবং ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করবে। অমিত শাহ এদিন ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের ঘরও পরিদর্শন করেন।

'ইন্ডিয়া' জোটের মণিপুর সফরকে কটাক্ষ অনুরাগের, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের ওপর হিংসা নিয়ে তোপ অধীরকে

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটের মণিপুর সফরকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের ওপর হিংসার প্রেক্ষিতে তিনি কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। শনিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের মণিপুরে যাওয়া আসলে লোক দেখানো। মণিপুর তাঁদের শাসনকালে যখন জ্বলে উঠেছিল, বিরোধী ও তাঁদের সহযোগীরা কখনও কথা বলেনি।অনুরাগ আরও বলেছেন, যখন তাঁরা মণিপুর থেকে ফিরে আসবেন, আমি কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে অনুরোধ করব তাঁদের যেন পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। আমি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কাছে জানতে চাই, তিনি কি পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের প্রতি অত্যাচারের সঙ্গে একমত... রাজস্থানে যেখানে নারীদের হত্যা ও অপরাধ হচ্ছে, সেখানে বিরোধীরা যায়নি। ইন্ডিয়া জোট কি রাজস্থানেও যাবে?

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় দু'টি বাসের সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত কমপক্ষে ২১ জন

বুলধানা, ২৯ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় দু'টি বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২১ জন। শনিবার ভোররাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জেলা কালেক্টর এইচ পি তুম্মোদ বলেছেন, শনিবার ভোররাতে দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু হযেছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদের মধ্যে দুই মহিলাও রয়েছেন।শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুলধানা জেলার মালিকাপুর শহরের একটি উড়ালপুলের ওপর। দু'টি বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে এই প্রাণহানি। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের মধ্যে একটি অমরনাথ যাত্রার পরে হিঙ্গোলির পথে যাচ্ছিল, অন্যটি নাসিকের দিকে যাচ্ছিল।

বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস পালন

নিজস্বপ্রতিবেদন,২৯জুলাইঃবিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস। সাগরে চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হলো বৃক্ষ রোপন ও আলোচনার মাধ্যমেWorld Nature Conservation Day,২৮শে জুলাই বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস হিসেবে পালিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিপদ থেকে গ্রহকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস পালন করা হয়। ২০২২ এর থিম রাখা হয়ে ছিল Living Sustainably inHarmonywithNature'. থিম হলো Forests and Livelihoods Sustaining People and Planet.প্রকৃতি সংরক্ষণ। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু. পরিবর্তনের প্রভাবে আজ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীর মানুষ উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্নতার ক্রমশ প্রসারণ !বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে মানুষ চিরকাল নিমগ্ন। তবুও তার অতল অপার রহস্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যেটুকু মানুষ উপলব্ধি করেছে তা, অপরি - শোধ্য ঋণ ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বের আদিপ্রান সৃষ্টিথেকেবর্তমান সভ্যতা, প্রকৃতির আধারে জাত আর প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ তার মৃত্যুর সমান্তরাল। একটি দিবসের বাঁধনে প্রকৃতি সংরক্ষণ বেঁধে রাখা যায.না। প্রকৃতিকে চেতনায়, ধারণায় এবং ভাবনায় সম্পৃক্ত করা , বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আবশ্যিক বিষয় হওয়া উচি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট পরবর্তী জীবন , প্রকৃতির সুধারসে সমৃদ্ধ। আমাদের জীবন ধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় রসদ প্রকৃতি থেকে আহরিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। জন্ম থেকে তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত প্রকৃতি পালিত , প্রকৃতি জারিত। মা মানুষের সৃষ্টির উৎস। বিদ্যালযে.র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন মাতৃদুগ্ধ আর স্নেহ ছাড়া জীবন অকল্পনীয়, প্রকৃতির কাছে আমরাও একই ভাবে ঋণী।সুস্থ পৃথিবী, দূষণ মুক্ত পরিবেশ আমাদের এক সুস্থ জীবন দান করতে পারে। কিন্তু আমার নিজেদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভাবে পরিবেশকে দূষিত করছি। ফলে পরিবেশ সহ সমগ্র জীবকূলের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সকলকে অতি সচেতনতার সাথে পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণের দাযিত্ব না নিলে পরবর্তী প্রজন্মের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। আজ ২৮শে জুলাই। 'বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস'। প্রতিটি বিশেষ দিনের কোন না কোন তাপর্য থাকে। আজকের এই দিনটি'তে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জীবকূলের মধ্যে যে সূক্ষ্মসংযোগ তা অক্ষুন্ন থাকে। আর এর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ আমাদের অতি সযত্নে পালন করতে হবে। প্রধানতঃ বৃক্ষরোপণ, জলসংরক্ষণ, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ, জল অপচয় না করা, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, নিজ অভ্যাস পরিবর্তন করে পরিবেশের যত্ন নেওয়া। আমাদের সকলের দায়িত্ব আগামী প্রজন্মকে এক সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী উপহার দেওয়া। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সে দিকে সচেতন থাকা।সকলে সুস্থ পরিবেশের অধিকারী হোক এই আশা রাখি। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বুঝেছি, সাধারণ গৃহস্থ কী এক জীবন ছন্দে মন্ত্র- মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতিকে ভালবেসে চলেছে। তা প্রকৃতি সংরক্ষণ বললেও বোধহয় ভুল হয় না। দেখি তার মাটির ঘরের চালে , কুমড়ো গাছ লতিয়ে উঠে সারা চালের উপরিভাগ চেয়ে ফেলেছে। শুধু দুটো বীজ পুঁতে, মাটি জল সার দিযে. সময়ে পরিচর্যা। সেই সামান্য প্রয়াসে প্রকৃতির এক অনন্য উপহার। নবীন পাতায় ফুলে ঝলমল করে ওঠে । বিস্তৃতি সারা ঘরের চালের উপরিভাগ। গৃহস্থের সারা দেহে মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি ! সে যেন সৃষ্টি করে এক জীবনের। সে জীবন পৃথিবীর স্নেহ রসে পুষ্ট । সে কুমড়ো লতা আবার মাতৃ স্নেহের অমৃত ধারায় ফুল ফোটায, ফলবতী হয়। মানুষের মা যেমন ! ফলদায়িনি তিনি। গোলাকার এক কুমড়ো তার সন্তান। সে তো কুমড়ো নয়, গোলাকার এক পৃথিবী ঝুলিয়ে রাখে লতা - নাড়ির সঙ্গে। কী স্নেহ মাখানো মাতৃত্ব ! তারপর একদিন শেষ হয় তার লতান গাছ জন্ম। এতো এক প্রকৃতি সংরক্ষণের ছোট পদক্ষেপ ! বোধ করি । তাপস মণ্ডল বলেন আজকের প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসে , সার্বিক ভাবনায় আসুক প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতিকে ভালোবাসা এবং সংরক্ষণ

২৯ জুলাই সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে ঐতিহাসিক দিন, রয়েছে অনেক ইতিহাস

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ শনিবার, ২৯ জুলাই-এই দিনটি সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে ঐতিহাসিক দিন। কারণ এই দিনটি মোহনবাগান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করেন কোটি কোটি সবুজ মেরুণ সমর্থক। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয় ক্লাবকে নিয়ে উঠেছে শুভেচ্ছার ঢেউ। তবে কেবল মোহনবাগান বা ভারতীয় ফুটবলই নয়, এই দিনটির সঙ্গে জ|ড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরনীয় ইতিহাস।সালটা সকলেই জানেন। সলটা ১৯১১। মাত্র ৬ বছর আগে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন লর্ড কার্জন। আর এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বাংলা। এর মাঝে খেলার মাঠে মোহনবাগান ঘটাল বিপ্লব।প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ব্রিটিশ দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট কে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। সবুজ মেরুনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। সেদিন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলা বাঙালি ছেলেদের অমিতবিক্রম লড়াই ঠাঁই পেয়েছিল ইতিহাসে। সেদিন সবুজ মেরুণের সেই সাফল্য প্রভাবিত করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে। আর তখন থেকেই এই দিনটিকে 'মোহনবাগান দিবস' হিসাবে উদযাপন করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯জুলাইঃশুক্রবার, ১২শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৩ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৩ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৩ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার- সকাল ৬টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযদি আপনি ভাবপ্রবণ মেজাজ পেতে চান যা আপনি আজও আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাহলে অতীতে ফিরে যান।।
বৃষভ রাশিঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মিথুন রাশিঃআজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। আপনার স্ত্রীর সাথে ভালো বোঝাপড়া ঘরে সুখ-শান্তি
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন। শুভদিন।
সিংহ রাশিঃকোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন
কন্যা রাশিঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। শুভদিন হবে
তুলা রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
ধনু রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে
মকর রাশিঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। শুভ
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সংসারে শান্তি হবে
মীন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। ফাটকায় লাভ আনবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছ থেকে সুখবর দিয়ে দিনটি শুরু হবে। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না। ফাঁকা সময়ে আপনি কোনো সিনেমা দেখতে পারেন সেই সিনেমা আপনার

অসমের সমস্ত পুলিশ ফাঁড়ি হবে থানা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বঙাইগাঁও, ২৯ জুলাই ঃ অসমের সমস্ত পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় উন্নীত করবে তাঁর সরকার, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বঙাইগাঁওয়ে রাজ্যের পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ত্রিদবসীয় সম্মেলনের পর আজ শনিবার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ২৫০টি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। সব কয়টা ফাঁড়িকে থানায় রূপান্তর করার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার, বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফাঁড়িগুলিকে উন্নীত করার পর রাজ্যে থানার সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে যাবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবেন। কেননা, ফাঁড়িতে কেউ মামলা নথিভুক্ত করতে পারেন না। কারণ সে রকম দায়িত্বে কেউ নেই। তাই এগুলি থানায় উন্নীত হলে জনসাধারণের সমস্ত বাধা দূর করা যাবে, যোগ করেন ড. শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেন, যে কয়টি ফাঁড়ি বা পেট্রোল পোস্ট আপগ্রেড করার প্রয়োজন নেই, সেগুলিকে রাজ্য সরকার রেশন্যালাইজ করবে।

সুন্দরবনে বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবস মহা সমারোহে পালন করা হলো

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ২৯ জুলাই ঃ সুন্দরবন মানেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। আর দুটোকেই রক্ষা করা সমান জরুরি। শনিবার ২৯ জুলাই ছিলো আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস। পৃথিবী জুড়ে বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। চোরাশিকার, বনাঞ্চল ধ্বংস, বেআইনি ব্যবসা ইত্যাদির কারণে বিগত ১৫০ বছরে প্রায় ৯৫ শতাংশ কমেছে বাঘের সংখ্যা। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয় এই বিশেষ দিনটির পালন। সেন্ট পিটার্সবার্গে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বিশ্বের মোট বাঘের ৭০ শতাংশ বাঘ ভারতেই রয়েছে। তবে চোরাশিকারকারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে বাঘ মারার প্রবণতা এখনও রয়েছে। সেই প্রবণতা কমাতে এবার বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হলো। শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঝড়খালি ব্রাঘ রেসকিউ সেন্টারে থাকা সোহন, সোহিনী ও সুন্দরের দায়িত্ব নিল এসবিআই এর চিপ জেনারেল ম্যানেজার প্রেম অনুপ সিনহা। ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে থাকা এই তিনটি বাঘের লালন-পালনের জন্য ৬ লক্ষ টাকা সাহায্য করলো এসবিআই। এর পাশাপাশি এই দিনটিকে সারম্বরে পালন করা হয় সুন্দরবন এলাকা জুড়ে। এস বি

আই এর পক্ষ থেকে বাঘের হামলায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের হাতে এদিন আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। বনদপ্তর ও রাষ্ট্র ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে সু ঃ দরবনের বাঘেদের ওপর যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে তাতে মনে করায় যেতে পারে যে আগামী দিনে সু ঃদরবনের মানুষদেরকে বাঘেদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা ও মানুষের হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে চলেছে তারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বন দপ্তরের আধিকারিক (ডিএফ ও) মিলন মন্ডল জানান, এই বিশেষ দিনে বনদপ্তর এর পাশে দাঁড়িয়েছে এসবিআই । এসবিআই এর পক্ষ থেকে ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে যে তিনটি বাঘ রয়েছে সোহন, সোহিনী ও সুন্দর এই তিনটি বাঘের এক বছরের লালন পালনের দাযিত্ব নিল এসবিআই। এছাড়াও এই বিশেষ দিনে বন দপ্তরের পাশে দাঁড়িযেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সংগঠনের পক্ষ থেকে জঙ্গলে নজরদারি করার জন্য এই মঞ্চ থেকে একটি ড্রোন দিয়ে বনদপ্তরকে সাহায্য করলো। এই দিন কযেকজন গ্রামবাসীদের কেউ বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। গত বছর বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল শূন্য এবছরও গ্রামবাসী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় সেই সংখ্যাটা ও যেন শূন্য থাকে সেই চেষ্টা আমরা করছি। এ বিষয়ে এস বি আই এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রেম অনুপ সিনহা বলেন, রাজ্য সরকারের এই বিশেষ দিনে। রাজ্য সরকারের এই ব্র্যাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের নিজেদের কে সামিল করতে পেরে আমরা খুব খুশি। এস বি আই এর পক্ষ থেকে তিনটি বাক্যে আমরা এক বছরের জন্য দত্তক নিলাম। বিশ্ব ব্র্যাঘ দিবসে সুন্দরবনে এসে আমরা খুব আনন্দিত।আর বাঘ রক্ষার শপথ নেওয়া হয় এদিন।

মনিপুর কান্ডের প্রতিবাদে হাওড়ায় বিক্ষোভ মিছিল

অভিজি হাজরা,আমতা ২৯ জুলাই ঃ মনিপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-২ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে থেকে শুরু

হয় এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের করাতবেরিয়ায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে এই মিছিল শেষ হয়। আরো একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আমতা তৃণমূল ভবন থেকে আমতা বাজার হয়ে সিটিসি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত। প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় দুই হাজারের মতন কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। মূলত তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়.এই ধিক্কার মিছিল। এদিনের এই ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেরিয়া দু ' নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শেখ ইলিয়াস, উলুবেড়িয়া উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, উলুবেড়িয়া উত্তর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মণ্ডল, আমতা রামসদয় কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রুহুল আমিন সহ, অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। মিছিল থেকে মনিপুর কাণ্ডের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় মিছিলে আসা তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা।

অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তুমুল উত্তেজনা আরামবাগ মেডিকেল কলেজে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২৯ জুলাই ঃ সুস্থ' হয়ে ওঠা রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তুমুল উত্তেজনা আরামবাগ মেডিকেল কলেজে। মৃতের পরিজনদের অভিযোগ, সামান্য কারণে হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী ওই রোগীর মেয়েকে গেটে আটকে দেয়। দীর্ঘক্ষণ পরিবারের কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি নিজে উঠতে গিয়ে বেড থেকে পড়ে মারা যান। মৃতের নাম সুফিয়া বেগম(৭০)। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে

হৃদ যন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ওই বৃদ্ধা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি হুগলির গোঘাটের দড়ি নকুন্ডায়। মৃত সুফিয়া বেগমের মেয়ে হালিমা বেগমের দাবি, মা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন শনিবার ছেড়ে দেওয়া হবে। সেইমতো শনিবার তিনি মাকে নিতে হাসপাতালে আসেন। একটা দরকারে মা'কে বসতে বলে একটু বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ভুল করে ভিজিটিং কার্ড সঙ্গে না নিয়ে হাসপাতালের বেডে ফেলে আসেন। এরপর ফের ওয়ার্ডে ঢুকতে গেলে ভিজিটিং কার্ড না থাকায় তাঁকে বাধা দেন হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী। অনেক বোঝালেও ঢোকার অনুমতি দেয়নি। এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি চলে। এদিকে অনেকক্ষণ পরিবারের কাউকে দেখতে না পেয়ে ওই বৃদ্ধা নিজে বেড থেকে নামার চেষ্টা করেন। আর তাই করতে গিয়ে পড়ে যান। তাতেই মৃত্যু হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। ওই বৃদ্ধার আকস্মিক মৃত্যুতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাঁর পরিজনেরা। উত্তেজনা তৈরি হয় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ছুটে আসে আরামবাগ থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতালের গেটের সামনে। পরে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিলে তাঁরা শান্ত হন। এদিকে রোগী মৃত্যুর এই ঘটনায় কোন্ও মন্তব্য করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

হাওড়াতেও সাড়ম্বরে পালিত হল মোহনবাগান দিবস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাই ঃ ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস সা।ড়ম্বরে পালিত হলো হাওড়ায়। এই উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ডুমুরজলা মোহনবাগান ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পালন করা হয় এই দিনটি। ওই অনুষ্ঠানে মোহনবাগান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী তথা মোহনবাগান ক্লাবের সহ সভাপতি অরূপ রায়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মোহনবাগান ফুটবলার অমর গাঙ্গুলি, রাজীব মান্না, তনুজ বল্লভ, শেখ সিকান্দার। উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মোহনবাগান অনুরাগী। এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন হাওড়া মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে বালটিকুরির মা দুর্গা ওয়ে ব্রিজে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মোহনবাগান দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সহ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অসিত চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট ফুটবলার ও প্রশিক্ষক সুকান্ত লাহা, বাংলার বিশিষ্ট ফুটবলার ও প্রশিক্ষক জহর দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফুটবলারদের হাতে ফুটবল তুলে দিয়ে এবং কেক কেটে এই দিনটি পালিত হয়।

উত্তর কলকাতায় মোহনবাগান দিবসে অমর একাদশ প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস দত্ত। ছবি-সৌরভ দত্ত

জয়নগরে জমিতে চাষ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু ঘটলো এক কৃষকের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ জুলাই ঃ শনিবার সাত সকালে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো এক কৃষকের জয়নগরে। জয়নগরে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। পরিবারের শোকের ছায়া। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাঠে চাষ করার সময় হঠাৎ বাজ পড়ে মৃত্যু ঘটে এক কৃষকের। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। শনিবার সকাল থেকে জয়নগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় দফাই দফাই তুমুল বৃষ্টিপাতের সাথে অনবরত বাজ পড়তেই থাকে। আর তেমনিই এক ঘটনায় বাজ পড়ে মৃত্যু ঘটলো এক কৃষকের জয়নগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মাঠে ধান চাষ করার সময় হঠাই বাজ পড়ে মৃত্যু হয় জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের মহিষমারীর গুমুখবেরিয়ার শৈলেন লস্কর (৪৯) নামে এক কৃষকের।অন্য দিনের মতন এ দিন সকালে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মহিষমারীর চাষের জমিতে কাজ করতে মাঠে নামে তাঁরা। ছেলে চাষের জমির একদিকে আর বাবা আরেক দিকে চাষের কাজ করার সময় আচমকা বজ্রাঘাতে ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয় মানুষ জন উপস্থিত হয়। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃত দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবে। আর এদিন পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে জয়নগর থানার

মহিষমারির পুলিশ ক্যাম্পে।আর ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সরকারি ক্ষতিপূরনের আশায় গরীব কৃষক পরিবার।

হাওড়ার জগবল্লভপুরে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে আহত শিশু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাই ঃ বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে আহত শিশু। হাও।ার জগবল্লভপুরে বিদ্যু সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ইলেকট্রিকের পোস্ট থেকে বেরচ্ছিল ধোঁয়া। আর ইলেকট্রিক পোস্টের সামনের কল থেকে জল আনতে গিয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে আহত হয় ওই শিশু। এই ঘটনায় এলাকায় ছা।য় আতঙ্ক। খবর পেয়ে বিদ্যু সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীরা মেরামতি করতে ঘটনাস্থলে এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। হাও।ার জগবল্লভপুরের শঙ্করহাটির ঘটনায় উত্তেজনা। শিশুর কাকা বাবলু জানান, আমার ভাইঝি আর্থিং শট হয়ে গিয়েছিল। ধরে ছিল। আমরা এসে ছা।তে না পারলে বা। ঘটনা ঘটে যেত। ৬টি পোস্ট শর্ট হয়ে রয়েছে। বারাবারে সার্ভিস সেঃটারে গাছ কেটে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু গাছ কাটছে না। ফোন করলে রেখে দেওয়া হয়। আসছি আসছি করে আসে না। সকালে সারালে রাতে সেই এক অবস্থা। স্থানীয় বাসিঃদা জাহির আব্বাস জানান, এদিন একটি বাচ্চা পোস্টে শক লেগে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়। ইলেকট্রিক পোস্টে হাত দিলে ত।তিহত হয় সে। এই অবস্থা দেখে আমাদের এক ভাই ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই এলাকায় কোনও সময় লাইটের কাজ হয়নি। যখনই অফিসে ফোন করা হয় তখন ফোন তোলা হয়না। ফোন ধরলে আজ করব কাল করব বলে। কোনও সময় কাজ ভালভাবে করা হয়না। এদিন ৬টা পোস্ট বিদ্যুবাহিত অবস্থায় আছে।

উত্তরপাড়ায় একটি স্কুলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৯ জুলাই ঃ ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে না। ফলে উপস্থিতির হার বেশ খারাপ। পরিস্থিতি বদলাতে কঠোর হযেছে স্কুল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিযম় মেনে স্কুলে না আসা পড়ুয়াদের পরীক্ষায় না বসতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতেই বেজায় চটেছেন অভিভাবকরা। স্কুলে না এলেও সন্তানদের পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে, এমন দাবি নিয়ে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পড়ুয়ার ৭৫ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তার কম উপস্থিতি থাকলে স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে তাকে পরীক্ষায় বসতে না দিতে পারে। হুগলির অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অভিজি পালের বক্তব্য, স্কুলের বহু ছেলেমেয়ে নিয়মিত ক্লাসে আসে না। তাই তাঁরা ঠিক করেছেন এই বছর যাদের উপস্থিতির হার ৫০-এর কম সেই সকল পড়ুয়াদের প্রি-টেস্টে বসতে দেওয়া হবে না। আর এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অভিভাবকরা। প্রায় কয়েকশো অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে জড়ো হয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। ক্লাস না উপস্থিতির হার কমছে। এই অবস্থায় সকলকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। যদিও উত্তরপাড়ার এই স্কুল কর্তৃপক্ষ

করেও ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় বসতে দেওযার দাবি জানানো অভিভাবকদের সাফাই, স্কুলে এলেও নিয়মিত ক্লাস হয় না। শিক্ষকরা ক্লাসে না আসায় পড়াশোনা না করেই বাড়ি চলে যেতে হয় পড়ুয়াদের। তাই পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে, প্রতি বছর অভিভাবকরা একই ধরনের অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁদের সন্তানরা নিয়মিত স্কুলে আসে না। তাই এবার কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে, যাতে দীর্ঘ মেয়াদে ছেলেমেয়েদের ভাল হবে।

বিহারের কলেজে পড়তে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু হুগলির যুবকের

দুরন্ত বার্ত, হুগলি, ২৯ জুলাই ঃ বিহারের কলেজে পড়তে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু হুগলির যুবকের। কলেজ হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। কিন্তু এর পিছনে অন্য রহস্য রয়েছে বলে দাবি ছাত্রের পরিবারের। অভিযোগ, দুর্ঘটনা নয়, ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কলেজের তরফ থেকে কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সুরম্য সাঁতরা (২১)। শেওড়াফুলির জগবন্ধু মুখার্জি লেনের বাসিন্দা সুশান্ত সাঁতরার ছেলে সুরম্য সাঁতরা ২০২০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। ২০২২ সালে বিহারের মুজাফফরপুর রাজেন্দ্র প্রসাদ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে' ভর্তি হন। সেখানে কলেজেরই হোস্টেলে থাকতেন সুরম্য। পরিবারের দাবি, ভোর রাতে কলেজ হস্টেল থেকে ফোন করা হয়। বলা হয় রাত তিনটে নাগাদ হোস্টেলের তিন তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন সুরম্য। সুরম্যকে প্রশান্ত মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে বিকালের মধ্যে ছাত্রের বাবা কাকা বিহারে পৌঁছন। কিন্তু মুজাফফরপুর হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে পাটনা কলকাতা রাজ্য সড়কের বক্তিয়ারপুর এলাকায় রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সে ছাত্রের দেহ এনে বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছাত্রের আত্মীয় তিলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, হাসপাতাল থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয় ময়নাতদন্ত করে। এটাতেই আমাদের সন্দেহ, এর মধ্যে রহস্য কিছু আছে। কিছু চাপা দেওযার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিযেছে যে সময়ের ঘটনা, তখন বিদ্যু ছিল না। তাই পাঁচ ছয় জন ছাত্র হোস্টেলের ছাদে গিযেছিলেন। সেখান থেকেই কোনওভাবে সুরম্য পড়ে যান। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন পরিবারের সদস্যরা। ছাত্রের বাবা সুশান্ত সাঁতরা বলেন, আমাকে ওর কলেজেরই কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র বারবার বোঝনোর চেষ্টা করছে এটা নিছক দুর্ঘটনা। কলেজ খুব দ্রুত সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। একটা সাদা কাগজে ছেলের নাম লিখে দিয়ে দেয়। আমাদের বাড়ির লোক গেলেও, বিহার থেকে দ্রুত দেহ এনে দিয়ে দেয়। সবটাতেই কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে সন্ধিহান ছাত্রের পরিবার।

ভাইয়ের সাথে জমি নিয়ে মারপিটের অভিযোগে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৯ জুলাই ঃ জমি জমা নিয়ে মারপিটের অভিযোগে বাগমারী থেকে ধৃত একজনকে শনিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় ।শুক্রবার বকুলতলা থানার বাগমারী এলাকায় খু তোতো ভাইয়ের সাথে মুরসেদ হোসেন মোল্লা নামে এক ব্যাক্তির জমি জমা নিয়ে বচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর শুক্রবার বেলায় বকুলতলা থানায় মুরসেদ হোসেন মোল্লার নামে অভিযোগ দায়েরের পরে ওদিন রাতেই বকুলতলা থানার বাগমারী মাঝের পাড়ার বাড়ি থেকে মুরসেদ হোসেন মোল্লা নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে বকুলতলা থানার পুলিশ । ধৃতকে শনিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

রবিবার হাওড়া ডিভিশনে বাতিল করা বহু ট্রেন,ভোগান্তির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাই ঃ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আজ রবিবার হাওড়া ডিভিশনে বাতিল করা হয়েছে বহু ট্রেন। রেল সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া-বর্ধমান কর্ড ও মেন, ব্যান্ডেল-নৈহাটি, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ও খানা-গুমানি শাখায় রবিবার ওইসব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে হাওড়া-বর্ধমান শাখায় হাওড়া থেকে আপের ৯টি, বর্ধমান থেকে ডাউনের ৫টি, নৈহাটি থেকে ৫টি, ব্যান্ডেল থেকে ৩টি, মেমারি ও চন্দনপুর থেকে ১টি, ব্যান্ডেল-নৈহাটি শাখায় ব্যান্ডেল থেকে ২টি এবং নৈহাটি থেকে ২টি, আজিমগঞ্জ থেকে ৩টি এবং ডানকুনি-শিয়ালদহ শাখায় আপ ও ডাউনে ৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রী পরিষেবার মান বাড়াতে বিভিন্ন শাখায় পাওয়ার ব্লক নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলছে। সেই কারণেই ট্রেন বাতিল বলে রেল সূত্রের খবর।

পোলবার গ্রামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে হাতে পায়ে শিকলে বেঁধে রাখার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২৯ জুলাই ঃ চুরান্ত অমানবিক চিত্র দেখা গেল হুগলীর ব্যান্ডেল পোলবা ব্লকের রাজহাট অঞ্চলের কাজি ডাঙ্গা হলুদ ফুল এলাকায়। কাজল পাল নামে ৫০ বছরের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে পায়ে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। হয়ত সামান্য চিকিৎসায় ওই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আর্থিক অভাবে বৃদ্ধা মা তার চিকিসা করাতে পারেনি। যদিও কাজলের আরও দুই ভাই আছে। কিন্তু তারা নিজেদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। বৃদ্ধা মা জানায় তিন ছেলের মধ্যে কাজল ব।। কুঁড়ি বছর আগে

ঠিক বয়সে ছেলে কাজলকে বিয়েও দিয়েছিল। তাদের একটি ছেলে হয়। ছেলের তিন বছর বয়সে বাচ্ছা নিয়ে কাজলের স্ত্রী অন্যত্র চলে যায়। এরপর থেকেই একটু একটু করে কাজল মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বলে জানা গেছে । গত পনেরো বছর ধরেই এই অবস্থা। কয়েক বছর আগে কাজল অন্যত্র চলে গিয়েছিল। পাঁচ বছর আগে নিজে থেকেই ফিরে আসে। এর পরেই তার মা ছেলের পায়ে লোহার শিকল দিয়ে বঁধে রাখেন বলে অভিযোগ। বৃদ্ধা মা কান্না ভেজা কাঁপা কাঁপা গলায় জানালেন যদি কোনো স্বহৃদয় ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা ছেলেকে চিকিসা করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দিক।

নাবালিকাকে কলকাতায় ঘোরাতে নিয়ে যাবার পথে আটক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ নাবালিকাকে ট্যাক্সি করে কলকাতায় ঘোরাতে নিয়ে যাবার পথে পুলিশের হাতে আটক এক যুবক। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাও।ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের জানাগেট এলাকায়। উদ্ধার করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাও।ার জগাছা এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকা ও তার ভাইকে নিয়ে ট্যাক্সিতে কলকাতায় যাচ্ছিলেন ওই যুবক। পথে সাঁতরাগাছি ব্রিজের কাছে ওই নাবালিকার ভাইকে রাস্তার ধারে ট্যাক্সি নামিয়ে দেওয়ায় সঃেদহ হয় এক বাইক আরোহীর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটনা ট্রাফিক পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে ট্যাক্সিটি আটকায়। এরপর চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশের হাতে এদের তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় চালক সহ ট্যাক্সিও আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রথমিকভাবে জানা গেছে, ওই নাবালিকা ও যুবক দুজনেই পূর্ব পরিচিত। সোস্যাল মাধ্যমে এদের পরিচয় হয়েছিল। এদিন এরা কলকাতায় ঘুরতে যাবে বলে ট্যাক্সিতে উঠেছিল তারা। সঙ্গে ছিল নাবালিকার ভাইও। কোনা ট্রাফিক গার্ড ও দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা খুবই তপরতার সঙ্গে নাবালিকা ও তার ভাইকে উদ্ধার করেন। ট্যাক্সি চালক এবং যুবককে তুলে দেওয়া হয় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশের হাতে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪০ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪৩০

আরও এক স্বাধীনতা যুদ্ধ!

সম্পাদকীয় ১

ইউক্রেন যুদ্ধকে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ বলে বর্ণনা করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি? তিনি মাটি অঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। তিনি ইউক্রেন ত্যাগ করে চলে যাননি। ন্যাটো থেকে তার কাছে আবেদন রেখেছিল বিমান পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদে বিদেশের মাটিতে তাঁর পা রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব আবেদনকে অগ্রাহ্য করে তিনি সেনার পোশাক পরে ইউক্রেন সেনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এটা হচ্ছে জন্মভূমির ওপরে একটি প্রবল আকর্ষন। মনের বা অন্তরের টান বলা যেতে পারে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, এটা হচ্ছে আর একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম। কী করে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হয় তা করে দেখাবে ইউক্রেনের সেনারা। তারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সব কিছু দিতে প্রস্তুত। রাশিয়া তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করতে চায়। কিন্তু ইউক্রেনের জনগণ তা করতে দেবে না আমি যদি মারা যাই তাহলে ইউক্রেনের মাচিতে মারা যাব। কোনও বিদেশের মাটিতে পা রেখে মারা যাব না। আমাদের লড়াই হচেছ স্বাধীনতা রক্ষা করার লড়াই। এটা চলতে থাকবে যতদিন না শত্রুকে পরাস্ত করতে পারছি। ইউক্রেনবাসীরা আমার মতের সঙ্গে এক মত হয়েছে। তারাও ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছে ইউক্রেনবাসীরা। পেটে খাদ্য নেই। পানীয় জল পর্যাপ্ত নেই। শিশুদের পথ্য নেই। তবুও স্বাধীনতাকে হাত ছাড়া করতে চায় না ইউক্রেনের জনগণ। তারাও খন অস্ত্র ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে। বহু নারীরা ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে অস্ত্র ধরতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেনের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এদিকে রাশিয়ার এই আগ্রাসনকে ইতিমধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ নাৎসী জার্মানের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে রাশিয়ার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে হিটলার বলতে ছাড়েনি। পুতিনের মধ্যে হিটলারের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ববাসী। ইউক্রেন আক্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। তারা এই যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হয়েছে। এদিকে রাশিয়া জানে আমেরিকা ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, একেবারে স্তালিন পন্থা লড়াই করছে ইউক্রেন সেনারা। ইউক্রেনে সেনাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কথা হয়েছে। এবারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে জাপানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে জেলেনস্কির সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীমূলক আলোচনা করার ওপরে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া বাহিনীকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। কারণ তারাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আগে। ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাশিয়াকে আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। এদিকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানতে পারা গিয়েছে ইউক্রেন বাহিনী আত্মসমর্পন না করা অবধি রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। রাশিয়া কোনও দিনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না।

পাকিস্তানের ভারত বিরোধীতা!

সম্পাদকীয় ২

তালিবান সরকার আফগানে থাকলে পাকিস্তানের দুই দিক থেকে লাভ হবে। প্রথমত, আফগানিস্তানকে শৃঙ্খল মুক্তি তত্ত্বটাকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে পাকিস্তান। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর নিয়ে ভারতের ওপরে সন্ত্রাসের চাপ বাড়ানোর কাজও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। চিন ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে তালিবানদের কাছে। আমেরিকা হাতে সময় নিচ্ছে। তারাও তালিবান সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করতে পিছুপা হবে না সেটা বুঝতে পারা গিয়েছে। এতদিন ধরে আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনা উপস্থিত থেকে যেটা করা সম্ভব হচ্ছিল না আমেরিকা সেটাই করতে শুরু করবে। আমেরিকার বাণিজ্য বিমান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে খুবই শীঘ্রই। আফগানিস্তানে এখন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যরা নয়া আফগান সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রাশিয়া, চিন তো একেবারে গলা বাড়িয়ে রয়েছে। বাদ যাচ্ছে না ব্রিটেন এবং আমেরিকা এবং ফ্রান্স। মাঝখান থেকে ভারত এখন খ্যাঁচাকলে আটকে থাকলেও আফগানের সঙ্গে ইদানিং ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভারত থেকে মানবিক সাহায্য যেতে শুরু করেছে আফগানে। তালিবানদের শাসনকে মেনে নিয়ে ভারত আফগানিস্তানের উন্নয়নের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত তবে ভারত আমেরিকার মতো তালিবানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায়। এতে তালিবানদের আপত্তি নেই বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে বাধা দিচ্ছে চিন এবং পাকিস্তান সেটাই হচ্ছে আসল কথা। চিন তালিবান সেতুর কাজটা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান এখন ভারতের দিকে চোখ ফেরাতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি রাজনৈতিক অশান্তি পাকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায় সদস্য হিসাবে চলতি মাসে ভারতই সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কাবুল পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না।

বাংলার মহান পণ্ডিতের ১৩৩তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

বর্তমানেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমানভাবে প্রাসঙ্গিক

রবীন্দ্র কুমার শীল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে- 'অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়সেখানে নানা অসমন্বয় এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর এককভাবে ও কিছু সহযোগীদের উদ্যোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল। সব সময়ে তাঁকে বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র ছোটবেলা থেকে যেমন জেদি এবং একগুঁয়ে ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন'বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একগুঁয়েমির ছবি অঙ্কণ করতে শম্ভুচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিয়ে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন- ''পিতার তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঙ্কশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করাইয়া স্নান করাইতেন।'' ছাত্র জীবনে বহু ঝড় তাঁর পাশ দিয়ে কেটে গেলেও তিনি কিন্তু সংস্কৃতকে ভাষাকে আকঁড়ে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনও বাসনা তাঁর ছিল না। খুব দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সময়ের স্রোতে ভেসে না গিয়ে সংস্কৃত কলেজে পাঠক্রমের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন। ১৮২৬ সালে মে মাস থেকে যে এলাকায় সংস্কৃত কলেজ ভবনটি প্রতিষ্ঠিত তার একটি অংশ সংরক্ষিত ছিল কোম্পানির আমলে ভারতীয়দের জন্য গড়ে ওঠা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগটি (১৮১৭ সাল)। শিক্ষাবিদ এইচ এইচ উইলসন কলেজের 'পণ্ডিত' এবং স্কুলের 'বাবু'দের জন্য একটি পৃথক রেলিং দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই রেলিং ধরে হিন্দু কলেজে চলছে তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ানের (১৮০৩-৩১) হাতে গড়ে তুললেন 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী সংস্কৃতি। হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং প্রথার বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠী সক্রিয় সমালোচনা এবং তীব্র বিরুদ্ধচারণ করত, ঠিক তেমনি খাদ্য-পোশাক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে চরম পশ্চিমী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ডিরোজিও চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেল সেই সময়ে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির কর্ণধারদের কাছে ব্যাপারটা চক্ষুশূল হয়ে ওঠার ফলে ডিরোজিওর চাকরিটি চলে যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র এই সব ঝড়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেননি। লক, হিউম, রুশো বা টমাস পেইনের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গা ভাসানো বিলাসিতার মধ্যে না থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধুতি-চাদর এবং চটি পরেও তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী মানবতাবাদের বিশ্বাসী প্রথানিবন্ধ আধুনিকতার ধারক এবং বাহক। মাত্র বারো বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ের পর (১৮৪১) সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাশিক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। সেই বছরের একদম শেষ দিকে (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১) কলকাতার ফোর্ড উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সোরেস্তাদার পদে যোগ দিতেই শুরু হল তাঁর শিক্ষকতা জীবন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম দিককার বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অবদান রয়েছে। ১৮০০ সালের ১০ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তখনকার সময়ে বড়লাট লর্ড ওয়েলসলির কাছে 'স্বপ্নের সন্তান' হিসাবে লালিত পালিত হতে শুরু করে। এদেশে আগত

প্রশাসকদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, আইন প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী করার কেন্দ্র হিসাবে তুলতে চেয়েছিলেন বড়লাট ওয়েলেসলি। এককথায় বলা যেতে পারে তিনি চেয়েছিলেন কলেজটি হোক- 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।' কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পরিচালনমণ্ডলী, কোর্ট অব ডিরেক্টরস চাননি এই রকম একটি ব্যয়সাপেক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। কোম্পানি শুধু মাত্র চেয়েছিল বিলেতের আমাদের প্রশিক্ষই হিসাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাকে অতিক্রম করে তার পরিধি বিভিন্ন শিক্ষা মহলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতীয় ভাষা এবং চর্চার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। ফলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির ক্ষমতা যত বেশি তীব্র হতে থাকে ততই ভারতীয় ভাষা অর্জনের চেয়ে শাসন ও বাণিজ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হয়ে এসে প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৩০ সাল থেকে কলেজের অর্থ বরাদ্দের ওপরে বড় ধরনের আঘাত এসে পড়ে। প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীদের যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় তাঁর মানসপুত্র প্রতিষ্ঠান ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার নাম হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। উইলিয়াম জোন্স, এইছ জে কোলব্রুক সহ আরও বেশ কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা এবং প্রকাশনায় ইর্ষণীয় স্থান অধিকার করতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবধারার মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠে। উইলিয়াম জোন্সের পর প্রিন্সেপ, লীডেন, উইলসন, হজসন প্রমুখ এই কলজের শিক্ষক, পরীক্ষক এবং সিভিলিয়ন ছাত্র হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মতোই উইলসন ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে দেশিয় ভাষা ও ভারতীয় ভাষার পাশাপাশি ইংজেরি ভাষা যাকে বলা হয় দ্বৈত পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দিলেন। ওই দ্বৈত পদ্ধতি আবার ছিল পাশ্চাত্যপন্থীদের চক্ষুশূল। সেই সময়ে বড়লাট বেণ্টিঙ্ক এবং ট্রেভেলিয়ান সহ আরও অনেকে চেয়েছিলেন প্রাচ্যশিক্ষা কেন্দ্র দুটি সংস্কৃত কলেজ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে একেবারে বন্ধ করে দিতে। এই নিয়ে তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রাচ্যপন্থীদের যা গোটা শিক্ষা জগতে আলোড়িত করে। সেই বিতর্কের মধ্যেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং বারো বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই বিতর্কের দৃঢ় প্রভাব তাঁর শিক্ষা ভাবনায় পড়েছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংস্কৃত কলেজে পাঠরত অবস্থাতে (১৮৩৯ সাল) ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটি আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হন। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগর কোনও পথ ধরে তিনি চলবেন তা নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে ছিলেন। হিন্দু আইন বিভাগ থেকে পরীক্ষায় পাশ করে তিনি আগামি দিনের সংগ্রামের রাস্তাটাকে আরও পরিস্কার করে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে কর্মরত থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের যৌক্তিকতা এবং বাল্য বিবাহ রোধের জন্য পুস্তিকা রচনা করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করা উচিত কিনা- এই বিষয়ে (প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড) ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং বাল্যবিবাহরোধ নামে গ্রন্থগুলো সেই সময়ে বহু প্রচার লাভ করেছিল। চেতুয়া বাসুদেবপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন মহামহাধ্যাপক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণ। বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে অক্টোবরের কোনও এক সময়ে এই গ্রামে এসে পণ্ডিতদের নিয়ে একটি মহতী সভার আহ্বান করেছিলেন। সেখানে বহু পণ্ডিত সেখানে সমাবেত হন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পণ্ডিত উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কেন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করার দিকে এত মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি যে আগামি দিনে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম লিপ্ত হবেন তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা জগতে প্রবেশের শুরু হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সেরেস্তাদার হিসাবে যোগ দেওয়ার পর। যে সময়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা শেখাতেন বিদ্যাসাগর সেই সময়ে প্রাচ্যধারার শিক্ষাদানের বদল ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে রচিত মেকলের শিক্ষাবিষয়ক কার্যবিবরণী বা 'মিনিট' এর প্রভাব পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের সময়ে কলেজটি একটি ভূতুড়ে কলেজে পরিণত হয়। কলেজের সচিব জি টি মার্শাল সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে গিয়ে হিমসিম খেতে শুরু করেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেন যা কখনই প্রকাশের আলো দেখতে পায়নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়ানোর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে বেশি কিছু সিভিলিয়নদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ চালাতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি আবার হিন্দি শিক্ষা দিতে থাকেন। যার ফলস্বরূপ তিনি হিন্দিতে রচিত 'বেতাল পঁচৈসী'-র বাংলা অনুবাদ করেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। **(ক্রমশ...)**

'হু'-এর ইউক্রেনের হাসপাতালে রুশ আক্রমণের নিন্দা

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউক্রেনের হাসপাতালের ওপরে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে রুশ সেনারা। মারিয়ুপোলের শিশু হাসপাতালের ওপরে রুশ আক্রমণের নিন্দা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। এদিকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া হাসপাতালের ওপরে আক্রমণ করেনি। এটা একেবারে সাজানো ব্যাপার। মারিয়ুপোলের হাসপাতার রুশ সেনাদের দখলে রয়েছে। সেখানে রুশ সেনা মোতায়েন। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভিডি-এর মাধ্যমে বলেছেন, রুশ সেনারা যে শিশু হাসপাতালটির ওপরে আক্রমণ করে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তিনি ভিডিওতে হাসপতালা ধ্বংসের ছবিও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বহু শিশু দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। বিশ্বের সমস্ত চিকিৎসক হল রুশ হামলা নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ফ্রান্স জার্মান রাষ্ট্র নেতারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এখনই যুদ্ধ থামাতে। কিন্তু রাশিয়া পক্ষ থেকে যুদ্ধ থামানোর কোনও কথা বলা হচ্ছে না। সাময়িক যুদ্ধবিরতি রাশিয়া ঘোষণা করলেও তারা কিন্তু গোলাবর্ষন চালিয়ে গিয়েছে। ইউক্রেন সেনারা যুদ্ধবিরতির সময়ে অস্ত্র ব্যবহার করেনি। আর সেই সুযোগ গ্রহণ করে রুশ সেনারা গুলিগোলা চালিয়ে গিয়েছে। রুশ হামলা মারিয়ুপোলের হাসপাতাটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেখানেকার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে। চিকিৎসকেরা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। ইউক্রেন সংবাদসূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে রোগী, মহিলা এবং শিশুদের ওপরে বেশি করে হামলা করতে শুরু করেছে রুশ সেনারা। নিরস্ত্র মানুষদের ওপরে গুলি করতে শুরু করেছে। রেডক্রস সোসাইটি উদ্ধার কাজে নেমে পড়লেও তারা রুশ সেনাদের এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। যে কোনও সময়ে রেডক্রসের ওপরে হামলা করতে পারে রুশ সেনারা বলে মনে করতে শুরু করেছে রেড ক্রসের উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সব খরবই ভুয়ো। এর কোনও ভিত্তি নেই। রাশিয়ার সেনারা অত্যন্ত মানবিক। তারা নিরস্ত্র মানুষের ওপরে হামলা করছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের রাশিয়া সরকারের প্রতিনিধি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। তিনি এখন রাশিয়ার বদনাম করতে শুরু করেছেন। মানব করিডর তৈরি করে রাশিয়া বহু বিদেশি নাগরিক থেকে শুরু করে নিরস্ত্র মানুষদের ইউক্রেন থেকে চলে যাওয়ার পথটা তৈরি করে দিয়েছে। সেখানে কোনও রকম রুশ হামলা হয়নি। কিন্তু ইউক্রেনের নেতারা নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা বলছেন, রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনের নাগরিকদের ওপরে হামলা করছে। সামরিক অভিযান করে ইউক্রেনকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া গণহত্যা করতে শুরু করে দিয়েছে। রুশপন্থী ডনেৎস্ক এবং লুহানস্কতে আমরা কোনও সময়ে এই রকম হামলা করিনি। আর কোনও দিনই করবো না। আমরা মানুষ। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একেবারে অমানুষ পর্যায়ে নেমে গিয়েছেন। তিনি এখন ইউক্রেন দখল করতে চাইছেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি তাদের চাই। এইগুলি তারা দখল করার চেষ্টা করছে। এই সব পরমাণু চুল্লিগুলি রাশিয়ার অধীনে থাকলে তারা সারা ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। গোটা ইউরোপ তাদের হাতে তালুতে থাকবে। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু জানিয়েছেন যে রাশিয়া একাধিক হাসপতালের ওপরে আক্রমণ করেছে। শুধু তারা মারিয়ুপোলের হাসপাতালের ওপরে আক্রমণ করেছে তা নয়। ইউক্রেনবাসীরা যাতে চিকিৎসার সুযোগ না পায় তা একেবারে পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংস লীলা করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের শক্তিকে একেবারে বিনাশ করতে উঠে পড়ে গেলেছে রাশিয়া। লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায়। তারা বাঁচার চেষ্টা করছেন। বাঙ্কারের আলো নেই। জল নেই। খাদ্য নেই। গাদাগাদি করে শুয়ে রয়েছে সবাই। তারা ঘুমাতে পারছে না। ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছে রাশিয়া সেনারা। কোভিড অতিমারি রেশ এখনও কাটেনি। রায়ান বলেছেন, ফের অতিমারি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে। সেই কারণে এখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু রাশিয়ার কোনও ইচ্ছা নেই যুদ্ধ থামানোর। তবে যুদ্ধ থামার কোনও সম্ভাবনা নেই। নেটোভুক্ত রাষ্ট্র নেতারা রাশিয়ার সঙ্গে কথা বললেও তারা কিন্তু যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে কোনও সবুজ সঙ্কেত আদায় করতে পারেনি। রাশিয়া গোঁ ধরে বসে রয়েছে। এদিকে জার্মান চ্যান্সেলর এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল বলেছেন, যুদ্ধ থামাতে মস্কো এবং কিভকে সমঝোতা করতে হবে। নাহলে কিন্তু যুদ্ধ থামবে না। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর মতকে বদলাতে পারছেন না। তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন বলতে শুরু করে দিয়েছেন। ইউক্রেনকে তাঁর চাই। ইউক্রেনের সম্পদ রাশিয়ার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে। সেখান তৃতীয় কোনও পক্ষ থাকবে না। ইউক্রেনকে হাতে রাখতে রাশিয়া রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনের রুশভাষীরা রাশিয়ার পক্ষে রয়েছে। আবার যারা শান্তি চায় তারা পুতিনের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াতে পুতিন বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। রাশিয়াতে বহু প্রতিবাদী নেতাদের গ্রেফতার এবং কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। তবুও সেখানে কিন্তু পুতিন বিরোধিতা কমছে না।

হেরিটেজ নব কৈলাশ মন্দির

পূর্ব বর্ধমানের কালনার নব কৈলাশ মন্দির বিখ্যাত। ১৮০৯ সালে রাজা তেজচন্দ্র এটি নির্মাণ করেছিলেন। কৈলাশ বলতে শিবের বাড়ি বোঝায়। কৈলাশে বসবাস করেন শিব। নব কৈলাশ মন্দিরে ১০৮টি শিব মন্দির রয়েছে। ভিতরের শিব মন্দিরের বিগ্রহটি সাদা এবং বাইরের মন্দিরের বিগ্রহটি সাদা কালো। সব মন্দিরগুলি আট চালা ছাদ মতো করে তৈরি করা হয়েছে। একে বলা হয়ে থাকে হুট শৈলী। নব কৈলাশ দেখার পর পাশে রয়েছে রাজবাড়ি এবং সেই সংলগ্ন জমি। এখানে প্রতাপেশ্বরের মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্র। দেওয়ালে চার দিকে পোড়া মাটির শিল্প রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে শিল্প। প্রতাপেশ্বরের মন্দিরের পাশে রয়েছে রাসমঞ্চ। একটি

গম্বুজ বা চুড়া রয়েছে। ২৪টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। বাইরের দিকে চারটি প্রবেশ দ্বার। রয়েছে লালজির মন্দির। লালজির মন্দির হল পিনাক্লড বা রত্ন স্টাইলের মন্দির। মন্দিরটি তৈরি হয়েছে ইট দিয়ে। ২৫টি চূড়া রয়েছে। সামনের দিকে একটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে। রয়েছে চর-চালা (চারটি ঢালু ছাদ) এবং নাট মন্দির। লালজি মন্দিরের দেব দেবী বিগ্রহ হল রাধা কৃষ্ণ। গিরি গোবর্ধন মন্দির রয়েছে। গিরি গোবর্ধন মন্দিরের পশুদের শিল্পকলা দিয়ে নির্মিত। রয়েছে রূপেশ্বর মন্দির। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা ত্রিলোক চন্দ্র। দেখতে পাওয়া যায় কৃষ্ণ চন্দ্র মন্দির। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। এই মন্দিরটি রামহরি মিস্ত্রি নির্মাণ করেছিলেন। আছে অনন্তবাসুদেব মন্দির, মহাপ্রভু মন্দির এবং শ্যামসূন্দর মন্দির। বলতে গেলে কালনা হচ্ছে নবদ্বীপের মতো মন্দিরময় স্থান।

মালদার পৌর আবাসনে আগুনের ঘটনা নিয়ে বৈঠক ইংরেজবাজার পৌরসভার সভাকক্ষে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ মালদা শহরের কানিমোড় এলাকায় পৌর আবাসনে আগুনের ঘটনা নিয়ে বৈঠক ইংরেজবাজার পৌরসভার সভাকক্ষে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে কানিমোড় এলাকায় পৌর আবাসনে। তিনতলায় একটি ফ্ল্যাটে আগুন দেখতে পান ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। পৌঁছান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, সুজিত সাহা, গৌতম দাস সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আগুনের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। বহুতল আবাসে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে পৌরসভার সভাকক্ষে আবাসনের বাসিন্দা, দমকল ও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। ফ্ল্যাটে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। চেয়ারম্যান ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার স্বপন কুমার দাস, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, সুজিত সাহা, শুভময় বসু, গৌতম দাস সহ অন্যান্যরা। আবাসিকদের নতুন কমিটি হায়ার সিস্টেম সহ বেশ কিছু সরকারি নিয়ম নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে।

আলিপুরদুয়ারে বাড়বাড়ন্ত ডেঙ্গির, দু'সপ্তাহে আক্রান্ত ১৪

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই ঃ আলিপুরদুয়ারে বাড়বাড়ন্ত ডেঙ্গির। এবছর এখনও পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তর সংখ্যা ৮১ জন। গত দু'সপ্তাহে জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ জন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গতবছর থেকে সামান্য বেড়েছে ডেঙ্গি আক্রান্তর সংখ্যা। তবে এতে উদ্বেগের কোনও বিষয় নেই। যে জায়গাগুলিতে ডেঙ্গি সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্রিয়। রোগ মোকাবিলায় যে গাইডলাইন রয়েছে, সেটা সবাইকে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত দু'সপ্তাহে জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ জন। তারাই বর্তমানের অ্যাক্টিভ রোগী। শুধু জুলাই মাসেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ জন। মে মাস নাগাদ জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই সময় ফালাকাটা ব্লকে বেশি সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল। যদিও সেই সময় স্বাস্থ্য কর্তারা জানিয়েছিলেন, ওই ব্লকে যারা আক্রান্ত হযেছেন তারা বাইরে থেকে এসেছেন। তবে বর্তমানে ফালাকাটাকে পিছনে ফেলে ডেঙ্গি আক্রান্তর সংখ্যায় শীর্ষে পৌঁছেছে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক। এই ব্লকে এবছর এখনও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ জন। ফালাকাটা ব্লকে সংখ্যাটা ২১ জন। মাদারিহাট -বীরপাড়া ব্লকের রামঝোরা চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তর সংখ্যা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, জেলার অন্য হাসপাতালের কোনও রোগী ডেঙ্গি আক্রান্ত হযে. ভর্তি না থাকলেও বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ৪ জন ভর্তি রযেছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর। ডেঙ্গি রোধে সচেতনার প্রচার, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ, বেশি রক্ত পরীক্ষা, মশার লার্ভা নষ্ট করতে স্প্রে সহ নানা পদক্ষেপ করা হয়েছে ইতিমধ্যে।

স্টেডিয়ামকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ ও পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চিফ গভর্নমেন্ট আর্কিটেক্ট, পি ডব্লিউ ডি-র বাস্তুকার, কমিশনার ও সচিব শিলিগুড়ি পুর নিগম সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শনিবার তিনি পুরো স্টেডিয়াম চত্বর ঘুরে দেখেন। জানা গেছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। আগামী পাঁচ বছর সেই স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে পুরনিগমের ওপর। ফলে এই স্টেডিয়ামকে নতুন ভাবে তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রথম ক্ষেত্রে নিজেরাই স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিলে PWD - এর হাতে কাজটি হস্তান্তর করা হয়। কিভাবে স্টেডিয়াম কে সংস্কার করা হবে এবং কোন কোন দিকে কি কি কাজ হবে সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানা যায়।

সামসীতে জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, সামসী, ২৯ জুলাই ঃ মালদার সামসীতে জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত ১ বাইক আরোহী। গুরুতর জখম আরও এক। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সামসী-আলাল রুটে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর লস্করপুর তেল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বাইক চালকের নাম ইনসান আলি(২৬)। জখম বাইক আরোহীর নাম ফিরোজ আলি(২৭)। দুজনেই রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকার আজিমগড় গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইনসানের নতুন বাড়ির ছাদ ঢালাই ছিল রবিবার। তারজন্য টাকা পয়সা দরকার। তাই নিজের বাইকে ভাগ্না ফিরোজকে সঙ্গে করে সামসী আসে। সেখানে এটিএমে টাকা তুলে বাড়ির অভিমুখে যাচ্ছিল। সেইসময় পিকআপ ভ্যান তাঁদের বাইকের পিছনে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে ইনসান ও ফিরোজ। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ছুটে আসে। রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সামসী গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ইনসানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে জখম ফিরোজের অবস্থা গুরুতর থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

মাটিগাড়ায় ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার বিশ্বাস কলোনি এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার করা হল একজনকে। ধৃতের নাম মনোজ ছেত্রী। বাড়ি কালিম্পংয়ের লাভা থানার ফরেস্ট বস্তি এলাকায়। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং শিলিগুড়ি থানার এসওজি'র সমন্বয়ে গঠিত যৌথ দল ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। তার কাছ থেকে ৫১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নগদ ১,৮০০ টাকা, একটি ফোনও উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

রাজনগরের ঐতিহ্যবাহী মেলা, মেলা মাঠে তোরণ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি সিউড়ি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, রাজনগর, ২৯ জুলাই ঃ তিনশো বছরের বেশি পুরাতন রাজনগরের মহররহ মেলার পিছনে লুকিয়ে আছে আফগানি ইতিহাস। এই মেলা আজ হিন্দু- মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির মিলন মেলা। এই মেলার দিন সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, এই সম্প্রীতির মেলা ঘিরে বাঙালির আবেগ আছে। তাঁদের আবেদন ছিল এই ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক মেলার জন্য একটি তোরণ দ্বার নির্মাণ করা। বর্তমান সরকারের আমলে সেই আবেদন সত্বর পূরণ হবে। মহররম উপলক্ষ্যে পাঁচদিন চলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। আফগান রাজার বংশধর জনেদ খানের নাম পাওয়া যায় এই রাজনগরের ইতিহাসে। তাঁদের আমলেই গড়ে ওঠে এখানে বিখ্যাত ইমামবাড়া। যার সামনে বসে অর্ধদিবসের ঐতিহাসিক মেলা। এই রাজ বংশের রাজা মহঃ রফিকুল আলম খান ওরফে রাজা সাহেব মাথায় পাগড়ি সহ রাজবেশ পরিধান করে এই মেলার উদ্বোধন করতেন। তিনি বর্তমানে প্রয়াত। তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত রাজনগর রাহে ইসলাম সমাজ কল্যান সমিতি। যা প্রশাসনিক সহায়তায় এই মেলা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্তমান এই রাজ বংশের কনিষ্ঠ পুত্র মহঃ সফিউল আলম বলেন, আরবি মহররম মাসের ছয় তারিখ থেকে মহররমকে ঘিয়ে এই সামাজিক উসব হয়। যার সবটার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। রাজার আমলে এর প্রবর্তন হয়। যা আজও চলে আসছে। মহররম মাসের ৬ তারিখ সন্ধ্যায় রাজ বাড়ি থেকে রাজ প্রতিনিধি কাছেই একটি বাড়ি যান। সেখানে শোভাযাত্রা করে যাওয়া হয়। তারপর প্রতীকী কলাগাছ কাটা হয়। যাকে বলা হয় খুসকি। তারপর সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে ইমামবাড়া প্রাঙ্গণে আসা হয়। সপ্তম দিনে ধর্মীয় ফাতেহা হয়। অষ্টম দিনে খালি অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ বাড়ির মহিলারা দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থানীয় বিভিন্ন মাজারে সিন্নি চড়ান। নয় তারিখ হয় জিয়ারত। এদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে তাজিয়া সহ শোভাযাত্রা শুরু হয়। দশম মহররম বা আশুরা অর্থাৎ শনিবারের দিন যার পোশাকি নাম মঞ্জিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত মেলা হয়। মঞ্জিলের একদিন বাদে হয় একটি সুন্দর সামাজিক অনুষ্ঠান। যার নাম সৈয়ম ফাতেহা। যারা মহরম মাসের প্রথম দিন থেকে শাক ও মাছ খাওয়া বন্ধ রাখেন, তাঁরা এই দিন থেকেই শাক ও মাছ খাওয়া শুরু করেন। যা চলতে থাকে পরবর্তী মহরম মাসের সূচনার আগে পর্যন্ত।

মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইকের দাপট, তৃণমূলে যোগ দিলেন সিপিএমের জয়ী প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালব্লক, ২৯ জুলাই ঃ আবার দাপট দেখাল তৃণমূল কংগ্রেস। মাল ব্লকের চা বাগান অধ্যুষিত রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলের পর ত্রিসঙ্কু অবস্থাই ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল ১৪ টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ১৩ টি আসন। এবং সিপিআইএম-এর একটি আসনের সঙ্গে এবং নির্দলের কাছে ছিল দুটি আসন। ফলে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে দাবি জানায় উভয় তৃণমূল ও বিজেপি। তবে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। বাম থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে জিনিথ এক্কা বলেন, আমাদের চা বাগান ও গ্রামের উন্নয়নের জন্য তৃণমূলেকে সমর্থন করছি। এমন সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে কেউ চাপ দেননি। আমি আমার এলাকার উন্নয়ন এর জন্য তৃণমূলে চলে এলাম। গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে লুচিক বড়াইকের মস্তিস্ক যুক্ত থাকলেও তিনি মন্তব্য করতে চাননি। তবে রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান তথা মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইকের ছেলে অশোক চিক বড়াইক বলেন, সাংবাদিক বৈঠকেই সিপিএম-এর প্রার্থী জিনিথ এক্কা তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। তবে শুধু সিপিএম নয়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অন্যান্যরাও আমাদের সমর্থন করবে। তাই আমরাই আবার রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করব। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কারণ রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা নিউগেলেঙ্ক চা বাগানের ২০১০১ পার্টর সিপিএম-এর এক মাত্র জয়ী প্রার্থী জিনিথ এক্কা, তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এর ফলে রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩০ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল দখলে এল ১৫ টি আসন। অন্যদিকে সিপিএম শূন্য হয়ে যাওয়ার পর, বিজেপি ১৩ টি ও নির্দলের কাছে দুটি আসন রয়ে গেল। ফলে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করতে আর কোনও বাধা রইল না।

রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র দিঘার ঝাউবন ধ্বংসের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ জুলাই ঃ সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে যে আইন রয়েছে, তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একশ্রেনীর মানুষজন ফয়দা লোটার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র দিঘা। সেখানকারই ঝাউবন ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগের জল গড়াল জাতীয় পরিবেশ আদালতেও। শুধু তাই নয়, ঝাউবন ধ্বংসের পাশাপাশি সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় একাধিক বেআইনি নির্মাণেরও গুরুতর অভিযোগে সরব পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর। পরিবেশবিদের তোলা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করল জাতীয় পরিবেশ আদালতের বিচারক বি অমিত স্থলেকার ও বিচারক ডক্তর অরুণ কুমার ভার্মারর ডিভিশন বেঞ্চ। ওই কমিটিতে রয়েছেন, রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অভিজ্ঞ গবেষক, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাসটেনেবল কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট চেন্নাইয়ের বিশেষজ্ঞ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটির বিশেষজ্ঞ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক। আদালত জানিয়েছে, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঝাউবন ধ্বংসের বিষয়ে এবং বেআইনি নির্মাণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তদন্তে এক মাস সময় বেঁধে দিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৯ আগস্ট। আদালতে মামলাকারী পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের অভিযোগ, সমুদ্র উপকূলের আইন না মেনে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র দিঘায় ঝাউবন ধ্বংস করে বেআইনিভাবে নির্মাণ গজিয়ে উঠছে। এই নিয়ে একাধিক স্যাটেলাইট ইমেজ ও বহু ছবি তুলে ধরেন সুভাষবাবু। জাতীয় পরিবেশ আদালতে এই বেআইনি নির্মাণ পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর বলেও দাবি করেছেন তিনি। তার আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্যের কাছে মামলায় রিপোর্ট তলব করা হয়। মামলায় রাজ্যের উপকূল ম্যানেজমেন্ট ও মেদিনীপুরের জেলাশাসকের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয় কোনও বেআইনি নির্মাণ হয়নি। সবটাই আইন মেনে করা হয়েছে।

নদীয়ায় সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে নাবালিকার বিয়ে রুখে দিয়ে চাইল্ড লাইনের তুলে দিল পুলিশ

গোপাল বিশ্বাস, ২৯ জুলাই ঃ নদীয়ায় আবার বিয়ের আগেই এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিল পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার নদীযার নবদ্বীপ থানা এলাকার। জানা যায় উদ্ধার হওয়া ঐ নাবালিকার বাড়ি কোচবিহার জেলায়। জানা যায় নবদ্বীপের এক যুবকের সাথে ফোনের মাধ্যমেই আলাপ হয়। শনিবার নবদ্বীপের সেফ হিউম্যানিটি নামক সামাজিক সংগঠন- এর কাছে খবর আসে নবদ্বীপ নয়নতারা ঘাট এলাকায় ঐ যুবক ও নাবালিকা বিয়ে করতে এসেছে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সামাজিক সংগঠনের কার্যকাতার, পাশাপাশি তারই খবরও দেয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ প্রশাসনকে। এরপর নবদ্বীপ থানায় খবর দিয়ে পুলিশকে সাথে নিয়ে ওই নাবালিকার বিয়ে রুখে দেয়। পরবর্তীতে ফোন করে নদীয়া চাইল্ড লাইনকে, খবর পেতেই নবদ্বীপ থানায় এসে পৌঁছায় নদীয়া চাইল্ড লাইনের কর্মীরা, এরপর সমস্ত নিয়ম অনুসারে আনুমানিক রাত দশটা নাগাদ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এই ঘটনায়. নদীয়া চাইল্ড লাইনের কর্মীরা জানিয়েছেন, নবদ্বীপে সেফ হিউম্যানিটি নামক সামাজিক সংগঠন এর রাজীব আমাদের পুরো বিষয়টি জানালে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলব এখানে আাসি, এবং জানতে পারি নাবালিকার বাড়ি কোচবিহারে, ওই নাবালিকার বয়স মাত্র ১৭ বছর, এছাড়াও ওই নাবালিকার যে বিয়ে হচ্ছে তা ওই নাবালিকার পরিবার জানেন না। এছাড়াও দুজনেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ না করে বিয়ে. করার চেষ্টা করছিল। তবে এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য ওই যুবককে আটক করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অন্যদিকে ওই নাবালিকার পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেবে নদীয়া চাইল্ড লাইনের সি ডব্লিউ সি আধিকারিক এমনটা জানিয়েছেন চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।

ফলাফলের পরই নির্দল প্রার্থীদের শাসক দলে যোগদানের হিড়িক

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৯ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার এক মাসও হয়নি এর মধ্যেই নির্দল প্রার্থীদের শাসক দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর অঞ্চলের কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর সারিকা বিবি, কয়েকশো সমর্থক নিয়ে মন্ত্রী তজমুল হোসেন এর হাত ধরে তার বাসভবনের তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন মন্ত্রীর হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর সারিকা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের উন্নয়নের অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নির্দল প্রার্থী থেকে আজ তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করলেন। তার সঙ্গে ইসলামপুর অঞ্চলের কয়েকশো সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেছেন। আমরা তাকে দলের স্বাগত জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে আহত নববধূ সহ বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জুলাই ঃ বিয়ে বাড়ির বউ ভাতের অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে আহত নববধূ সহ বেশ কয়েকজন। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার বিজুলিয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আব্দুল রহমানের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই সময় হঠাৎ শর্ট সার্কিট হয়। এতেই একে অপরকে ধরতে গিয়ে আহত হয় নববধূ সহ ছয় থেকে সাতজন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে চাকুলিয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে নববধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে বিহারের কিষানগঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশী যুবক গ্রেফতারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ এক যুবক হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা। গতকাল সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট অঞ্চলের ভিমাগঞ্জ গ্রামে। এক যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটকে রাখে। খবর দেয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসে। তারপরে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে জানতে পারে । সেই যুবকের নাম মোঃ শরীফ হোসেন (২৮) বাসমঙ্গল গ্রামের, থানা কোতোয়ালি, জেলা কুমিল্লা, বাংলাদেশের বাসিন্দা। এরপরেই ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। তবে সেই যুবক কিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নদী পার করে এসেছে এবং এর পিছনে আর কারা কারা জড়িত রযেছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তবে জানা যায় সাত দিন আগে সেই যুবক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল।

পাচারের আগে নদীয়া থেকে ৪০ কেজি গাঁজা-সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ জুলাই ঃ সীমান্তে গাঁজা পাচারের আগে নদীয়ায় গ্রেফতার ২ যুবক। বাজেয়াপ্ত ৪০ কেজির গাঁজা। শনিবার জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের বিশেষ টিম মাজদিয়ার ঘোষ পাড়ায় এলাকায় একটি এটি অটোতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার চক্র । চাঞ্চল্য নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায়। জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের বিশেষ টিম মাজদিয়ার ঘোষ পাড়ায় অভিযান চালায়। এদিকে সেই সময় কৃষ্ণগঞ্জের কাদিপুরের দুই যুবক অটো গাড়ি করে মাজদিয়ার ঘোষ পাড়ার ভেতর দিয়ে সীমান্ত এলাকার দিকে যাচ্ছিল। বাধা দেয় পুলিশ। গাড়ি থামিয়ে চলে তল্লাশি। সেই তল্লাশিতেই দুই যুবকের কাছে থেকে মোট ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। দু'জনকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর আদালতে পাঠিয়েছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত দুই যুবকের মধ্যে একজনের নাম বাসুদেব বিশ্বাস (২৪), অন্যজনের নাম দিলীপ দাস (২৩)। দু'জনেরই বাড়ি কৃষ্ণগঞ্জের কান্দিপুরে। পাচারের উদ্দেশ্যেই সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। ধৃতেরা কোনও চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তাঁদের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে কলেজ স্কোয়ারে কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে বিদ্যাসাগর এর মূর্তি তে মাল্যদান করেন কলকাতার মহানাগরিক এছাড়াও মাল্যদান করেন বরো ৫ এর চেয়ারপার্সন, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ও কলকাতা পৌরসভার আধিকারিকগন।

শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানেল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানেল শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শহরকে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান থেকে যাতে দ্রুত নিস্পত্তি দেওয়া যায় সেজন্য মন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন করেছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, শহরের পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেজন্য এবার বিধানসভা অধিবেশনের পর আমি রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে তাকে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানাই। বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে করা হয় সেই আবেদন জানাই। আমি পানীয় জল সহ শহরের সমস্যা নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনেও বলেছি। আগামীতেও বলবো। তবে পানীয় জলের যে প্রকল্প তার টেন্ডার প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই জটও যাতে দ্রুত কাটানো হয় সেই আবেদনও করেছি মন্ত্রীকে।

মহরম উপলক্ষ্যে পথচলতি মানুষকে শরবত বিতরণ ফুলবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ মহরম উপলক্ষ্যে পথচলতি মানুষদের মধ্যে শরবত বিতরণ ফুলবাড়িতে। জানা গিয়েছে, এদিন ফুলবাড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে মহরম উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফুলবাড়ির মার্ডার মোড়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী সকল পথচলতি মানুষদের হাতে ঠান্ডা পানীয় শরবত তুলে দেন সংস্থার সদস্যরা। পাশাপাশি ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট, গোলাপ ফুল ও শরবত তুলে দেওয়া হয়।

চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই ঃ চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল। শনিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওই গেটের সামনে মিটিং করা হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের গেট মিটিং হয় বলে জানা যায়। চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হল। শনিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওই গেটের সামনে মিটিং করা হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের গেট মিটিং হয় বলে জানা যায়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
নং. ৭৫/পেপার পাবলিকেশন/ফ্যাব তারিখঃ ২৬/০৭/২০২৩। ২৬/০৭/২০২৩ তারিখে খোলা টেন্ডার নং. ৭৫/২৩/৪০৩২ এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনীটি করা হয়েছে। ক্রম. নংঃ [০১]। বিবরণঃ টিওডি। টেন্ডার নংঃ ৭৫/২৩/৪০৩২। খোলার তারিখ শুরুঃ ২৬/০৭/২০২৩। অবধিঃ ১১/০৮/২০২৩। পরিমাণঃ ২৯২ সেট।
PR6/102 এএমএম/ এম/ সিএলডব্লু /সিআরজে
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৬৯ অব ২০২৩, তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিই এন-III/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ভু-গর্ভস্থ জল সরানোর জন্য মাইবাং-দাউতুহাজা স্টেশনের মধ্যে কিমি ৬৭/৬ থেকে কিমি ৬৮/৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত খোলার ব্যবস্থা সহ জলাবদ্ধতা এবং ট্র্যাক ও সংকীর্ণ ঢালু পথের উপর ধ্বংসাবশেষ পড়া প্রতিরোধ করতে সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং কিমি ৬৭/৮ - ৬৮/২ -এ ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৯১,৮৩,৮৬১.৮০/-টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৪৫,৯০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২২-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বদরপুরে মাল পরিবহন পরীক্ষণ সুবিধা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/১১ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৭-০৭-২০২৩।। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২২-২৩/২৫-আরটি-২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বদরপুরে-ভিজন ২০২৪ এর সঙ্গে সম্পর্কিত বদরপুরে মাল পরিবহন পরীক্ষণ সুবিধা (বৈদ্যুতিক অংশ)। টেণ্ডার রাশিঃ ৮৯,০৮,৯৩০.৪৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৭৮,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৮-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৮-০৮-২০২৩ তারিখে ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৮-০৮-২০২৩ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডওপি, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের ক্যাটারিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম
০৫ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ক্যাটারিং চুক্তির ক্যাটালগের জন্য ই-নিলাম আমন্ত্রিত [স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-সিএটিজি-এসএমইউ-০৫। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ০৯-০৮-২০২৩ তারিখে ১২:০০ ঘন্টা; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; যাত্রা/দিন : ১৮২৭;

ক্রম নং.	লট নং./শ্রেণি	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এনজেপি-এসএমইউ-১৪৭-২৩-১(এসএমইউ)	একটি এসএমইউ-এর জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে স্টল নম্বর ০১
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর -এনজেপি-এসএমইউ-১৪৮-২৩-১(এসএমইউ)	একটি এসএমইউ-এর জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে স্টল নম্বর ০৩
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-বিওই-এসএমইউ-১৪৯-২৩-১ (এসএমইউ)	এসএমইউর জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ, বারসোই রেলওয়ে স্টেশনে স্টল নং ০৮
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএম-এসএমইউ-১৫১-২৩-১ (এসএমইউ)	একটি এসএমইউ -এর জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ, সামসি রেলওয়ে স্টেশনে স্টল নং ২৩
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-ডিএলকে-এসএমইউ-১৫২-২৩-১ (এসএমইউ)	একটি এসএমইউ -এর জন্য লাইসেন্স বরাদ্দ, ডালকোলা রেলওয়ে স্টেশনে স্টল নং ২৫

নিলাম শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়: ০৯-০৮-২০২৩ তারিখে ১৩:১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লট বন্ধের সময় দেখা যেতে পারে। সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রসনা

নিরামিষাশীরা রোজ ফ্যাট জাতীয় খাবারগুলি খান, কিন্তু কেন?

প্রতিটি মানুষের শরীরে সঠিক পুষ্টিগুণের দরকার, না হলে শরীর কিন্তু খারাপ হয়। ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ই-সহ ফ্যাটেরও কিন্তু দরকার। চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। তবে বেশি পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া উচিত নয়। খাবারে তিন ধরনের ফ্যাট থাকে, একটি হল

স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আরেকটি হল ট্রান্স স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আরেকটি হল আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। বাদাম- যদি আপনি নিরামিষাশী হন তাহলে আপনি মাছ মাংস যেহেতু খান না সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু নিত্যদিন বাদাম খাওয়া উচিত। বাদাম, কাজু বাদাম, আখরোটে খাবেন। কারণ এগুলিতে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা আপনার শরীরে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রাকে বৃদ্ধি করবে।

জলপাইয়ের তেল- জলপাই ও সূর্যমুখী তেলে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে, এগুলি খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। চিকিৎসকেরা বলছেন, যদিও যেকোন তেলই কম পরিমাণে খাওয়া ভালো। তবে আপনি যদি তেল খান তাহলে জলপাই,সূর্যমুখী তেল খেতে পারেন।

বীজ- বীজ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো, এগুলিতে ক্যালোরি কম থাকে এবং ফাইবার বেশি থাকে, যেমন চিয়া, বীজ, শনের বীজ।

সয়াবিন-সয়াবিন খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। কারণ এটিতে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা আপনার কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম। যা আপনার শরীরকে খুব ভালো রাখবে।

মেয়োনিজ- মেয়োনিজ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যারা নিরামিষাশী হন তারা কিন্তু মেয়োনিজ খেতে পারেন। তবে খাওয়ার আগে, অবশ্যই কোলেস্টেরলের মাত্রা চেক করে তবেই খাবেন মেয়োনিজ। এটি খেলে আপনার শরীরে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

টোফু- টোফু খেতে খুব ভালো, এটি পনিরের মতন দেখতে। প্রচুর পরিমাণে পলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে, যা আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিযন্ত্রণে রাখবে। এই খাবার শরীরের জন্য খুব ভালো। সেইসঙ্গে আপনার শরীরে প্রোটিনের ঘাটতিও কিন্তু পূরণ হবে।

সয়াবিনের দুধ- সয়াবিনের দুধে প্রচুর পরিমাণে পলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। একটি খেলে আপনার কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ডায়াবেটিস একদমই হবে না এবং আপনার শরীরও ভালো থাকবে। শরীরও প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুনও ঢুকবে।

ভুট্টা-ভুট্টা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এটি খেলে আপনার শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক থাকবে। সেই সঙ্গে আপনার ত্বকও কিন্তু খুব ভালো থাকবে।

অ্যাভোকাডো- অ্যাভোকাডোর নাম সকলেই শুনেছেন। অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে মনোসেচুরেটেড ফ্যাট থাকে, যদি আপনি আপনার হার্টকে ভালো রাখতে চান, তাহলে আপনি অ্যাভোকাডো রোজ খেতে পারেন।

জলপাই- জলপাই খাওয়া খুব ভালো। জলপাইয়ে মনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে, এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সক্ষম। সেইসঙ্গে রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জলপাই খাওয়া দরকার।

চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। তবে বেশি পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া উচিত নয়।

ভরা বর্ষা মানেই ইলিশের মরশুম

গরম ভাতে জমে ওঠে ইলিশ মাছের ডিম ভুনা!

ভরা বর্ষা মানেই ইলিশের মরশুম। বাজারে গেলেই এখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশের দেখা। লোভ সামলানো দায় হয়ে পড়ে খাদ্যরসিক বাঙালির। দাম যতই হোক, বর্ষায় ঘরে ইলিশ আসবে না, তাই কি হয়! আর তা যদি হয় ডিমওয়ালা ইলিশ তাহলে তো সোনায় সোহাগা! মাছের ডিম ভাজা কিংবা চচ্চড়ি দিয়েই এক থালা ভাত সাবাড় হয়ে যায়। এ বার ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু ভুনা। খুব কম উপকরণেই তৈরি হবে, আর খেতেও অসাধারণ! কী ভাবে বানাবেন? রইল তার প্রণালী।

উপকরণ- ইলিশ মাছের ডিম, ১টা তেজপাতা, ২টো মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচানো, আদা বাটা, রসুন বাটা, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, আধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচানো, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, রান্নার জন্য সর্ষে তেল।

প্রণালী- মাছের ডিমগুলো জলে ধুয়ে ভালো ভাবে জল ঝরিয়ে নিন। নুন ও হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সর্ষে তেল গরম করে ডিমগুলো হালকা ভেজে তুলে নিন। কড়াইতেই আরও একটু তেল দিয়ে তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ লালচে হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে দিন। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভেজে নিন। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে একে একে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে দিন। অল্প জল দিয়ে মশলা কষাতে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ মশলা কষানোর পর তেল ছেড়ে এলে তাতে ভেজে রাখা মাছের ডিম দিয়ে দিন। এর সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা কুচিও দেবেন। খুন্তি দিয়ে ডিমগুলো গুঁড়ো করে দিন। প্রয়োজন হলে সামান্য জল দিন। মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন ভালো ভাবে। কয়েক মিনিট নেড়েচেড়ে রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে উপর থেকে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। সাদা ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ মাছের ডিমের ভুনা।

শুধু স্বাদে নয় গুণেও ভরপুর ইলিশ, দেখুন এর বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতাইলিশ মাছের নাম শুনলে জিভে জল আসে না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বর্ষাকাল এলেই বাঙালির মন আকুপাকু করে ইলিশের জন্য। এই সময় পাতে ইলিশ থাকবে না, তা কখনই হয় না। বিশেষ করে পদ্মার ইলিশ পাতে পালে তো কথাই নেই, সেদিনের আহার একেবারে জমে ক্ষির। সর্ষে ইলিশ থেকে শুরু করে ভাপা ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, দই ইলিশ, ইলিশের ভাজা এমনকি ইলিশের ডিম, কোনও পদই বাদ পাে না খাবারের পাতে। কারণ, মাছের রাজা ইলিশ যে স্বাদে অনন্য। তাই সারাবছর অপেক্ষা করার পর, এই সময়ে একেবারে টাটকা ইলিশের স্বাদ নিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে সবাই। আমরা প্রায় সবাই ইলিশ খেতে ভালোবাসি। কিন্তু আপনি কি জানেন, ইলিশ মাছ যত সুস্বাদু ততটাই পুষ্টিকর? এর মধ্যে এমন কিছু পুষ্টিগুণ রয়েছে যা আমাদের শরীরের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তবে চলুন আজ জেনে নিন ইলিশ মাছের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে।

ইলিশ মাছের নাম শুনলে জিভে জল আসে না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বর্ষাকাল এলেই বাঙালির মন আকুপাকু করে ইলিশের জন্য।

নিজেকে নাইজারের নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা করলেন চিয়ানি

নিয়ামে, ২৯ জুলাই ঃ নাইজারে সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার পর নিজেকে দেশটির নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন আবদোরাহমানে চিয়ানি। নাইজারের প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের প্রধান ওমর চিয়ানি নামেই তিনি বেশি পরিচিত। গত বুধবার তাঁর নেতৃত্বাধীন গার্ডের ইউনিট দেশটির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজোমকে বন্দি করে। বাজোম ২০২১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাজোম এখন সুস্থ রয়েছেন এবং তিনি গার্ডসের হাতে বন্দি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অঞ্চলে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পশ্চিমা দেশগুলো তাকে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে বিবেচনা করত। এই অবস্থা নিয়ে ফ্রান্স বলছে, তারা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা কোনও নেতাকে স্বীকৃতি দেয় না। দেশটি শুধুমাত্র বাজোমকেই নাইজারের রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। আফ্রিকান ইউনিয়ন, পশ্চিম আফ্রিকান আঞ্চলিক ব্লক, ইইউ ও রাষ্ট্রসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়েছে। তবে, রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিন এই অভ্যুত্থানের প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে একটি বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ৬২ বছর বয়সী জেনারেল চিয়ানি ২০১১ সাল থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। ২০১৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তাকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন। ২০১৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জেনারেল চিয়ানি। এই অভিযোগ অস্বীকার করতে তিনি আদালতে হাজির হয়েছিলেন। টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া এক ভাষণে জেনারেল চিয়ানি বলেন, নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দুর্নীতিসহ নাইজারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে জান্তা দায়িত্ব নিয়েছে। নাইজারের বৈশ্বিক মিত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জান্তা সব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি মানবাধিকারকে সম্মান করবে। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের যারা বিদেশি দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে জান্তা। জান্তা বলছে যে, এই ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা রক্তপাতের দিকে ধাবিত করবে, যা এখন পর্যন্ত এড়ানো হয়েছে। নাইজারের রাজধানীতে বাজার ও দোকানপাট খোলার সঙ্গে জীবনযাত্রা অনেকাংশে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তবে সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অভ্যুত্থান নিয়ে নাইজারের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, দেশে নিরাপত্তাহীনতা এতটা তীব্র ছিল না যে, একটি অভ্যুত্থানকে সমর্থন করা যায়। আবার অনেকে জান্তাকে সমর্থন করেছে।

শিরিষপুর ফায়ারিং রেঞ্জে নিষেধাজ্ঞা ১ আগস্ট থেকে

হাইলাকান্দি (অসম) ২৯ জুলাই ঃ হাইলাকাঃিদর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিরিষপুর ফায়ারিং রেঞ্জে ১৪৭ সিআরপি বাহিনীর পুরনো বোমা ও গ্রেনেড নিষ্ক্রিয়করনের জন্য ১ আগস্ট থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ওই ফায়ারিং রেঞ্জের ৫০০ মিটার এলাকায় জনসাধারণ এবং গোবাদি পশুর প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শনিবার এক আদেশে জারি করে ১, ২ এবং ৩ আগস্ট ওই তিন দিন সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত এই নিষেধাঞ্জা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন।

মুখোমুখি যাত্রীবাহী গাড়ি-পণ্য বোঝাই ট্রাক, হত দুই, গুরুতর আহত পাঁচ

ধুবড়ি (অসম), ২৯ জুলাই ঃ ধুবড়ি জেলায় যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে পণ্য বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। নিহতদের আবদুল আজিজ এবং মোমার আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ শনিবার নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার নয়াহাটে সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি। পুলিশ জানিয়েছে, নয়াহাট থানার সামনে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ১৭ সি ৫৪৮৭ নম্বরের দ্রুতগামী আলু বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে একটি খালি যাত্রীবাহী ম্যাজিকের সংঘর্ষ হয়। ম্যাজিককে ধাক্কা মেরে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে আরেকটি অটো রিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও পাঁচ যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ঝুমর আলি, হাসেম আলি, আফজারুল রহমান ও আকবর আলিকে বিলাসীপাড়া মডেল (সিএইচসি) হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। একজনের নাম জানাতে পারেনি পুলিশ।

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনকে দেখা গেল রাশিয়ায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ২৯ জুলাই ঃ রুশ ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিনকে রাশিয়ায় দেখা গেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকা-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের সময় তোলা একটি ছবিতে তাকে দেখা যায়। ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের (সিএআর) রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি মাপুকার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন প্রিগোজিন। ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেন দিমিত্রি সিটি, যিনি সিএআরে ওয়াগনারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক বলে খবরে জানানো হয়েছে। গত জুন মাসে ওয়াগনার সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মস্কো অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তবে পরে বিদ্রোহ থেকে সরে আসে ওয়াগনার। সেই ঘটনার পর এই প্রথম রাশিয়ার ভেতরে প্রিগোজিনকে নিশ্চিতভাবে দেখা গেল। ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের (সিএআর) রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি মাপুকার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন প্রিগোজিন। সেন্ট পিটার্সবার্গের

ট্রেজিনি প্যালেস হোটেলে মাপুকা ও প্রিগোজিনের এই সাক্ষাৎ হয়। হীরার খনি-সমৃদ্ধ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে এখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারকে সহায়তা করছে ওয়াগনার বাহিনীর ভাড়াটে যোদ্ধারা। এর আগে গত সপ্তাহে প্রিগোজিনকে বেলারুশে দেখা গিয়েছিল। টেলিগ্রামের একটি চ্যানেলে এক ভিডিওতে দেখা যায়, প্রিগোজিন যোদ্ধাদের স্বাগত জানাচ্ছেন এবং ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্প্রতি যা ঘটছে তার সমালোচনা করছেন। তিনি এমন আভাসও দেন যে, ওয়াগনার পরে কোনো এক সময় ওই যুদ্ধে আবার যোগ দিতে পারে।

ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ ও আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল পরিষেবা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৯ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ও সুবিধার জন্য ট্রেন নম্বর ০৭০৪৬ ০৭০৪৭ সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল এবং ট্রেন নম্বর ০৭০৩০ ০৭০২৯ সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা-সেকেঃদ্রাবাদ স্পেশালের পরিষেবা চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। এক প্রেস বার্তায় এ তথ্য দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। প্রেস বার্তায় তিনি জানান, ট্রেন নম্বর ০৭০৪৬ সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ৭ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেকেঃদ্রাবাদ থেকে প্রত্যেক সোমবার এই ট্রেন যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৭০৪৭ ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ১০ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিব্রুগড় থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই ট্রেন যাত্রা করবে। এছাড়া, ট্রেন নম্বর ০৭০৩০ সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ৭ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেকেঃদ্রাবাদ থেকে প্রত্যেক সোমবার এই ট্রেন যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৭০২৯ আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ১১ আগস্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগরতলা থেকে প্রত্যেক শুক্রবার এই ট্রেন যাত্রা করবে। সব্যসাচী জানান, ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণ করার ফলে এই রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। তিনি জানান, এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণ দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। প্রেস বার্তায় তিনি এনজি ট্রেনের বাতিল সম্পর্কেও জানিয়েছেন। সে অনুযায়ী কম যাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) জয় রাইড ট্রেন নম্বর ৫২৫৩৯ নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-এর পরিষেবা ২ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং ট্রেন নম্বর ৫২৫৩৮ দার্জিলিং-নিউ জলপাইগুড়ি-র পরিষেবা ১ আগস্ট থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৯শে জুলাইঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগে সম্মিলিত সাপ্তাহিক রোলিং ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে ট্রেন বাতিল ১. ০৮৬৮০।০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ৩১.০৭.২০২৩, ০১.০৮.২০২৩, ০৪.০৮.২০২৩ এবং ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে।২. ০৮৬৪৭।০৮৬৪৮ আদ্রা-বরাভূম-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০১.০৮.২০২৩, ০৩.০৮.২০২৩ এবং ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ৩. ১৮০৩৫। ১৮০৩৬ খড়গপুর-হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ০১.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উপত্তি ১. ০৮৬৮০। ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০২.০৮.২০২৩, ০৩.০৮.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বিষ্ণুপুর থেকে সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।২. ১৮০৩৫। ১৮০৩৬ খড়গপুর-হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।৩. ০৮১৭৪০৮৬৫২ টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম মেমু স্পেশাল, ৩১.০৭.২০২৩ থেকে ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।৪. ০৩৫৯৪। ০৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু স্পেশাল, ০১.০৮.২০২৩, ০৩.০৮.২০২৩ এবং ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ট্রেনের গতিপথ ১। ১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ৩১.০৭.২০২৩, ০২.০৮.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা চান্দিল-গোন্ডা বিহার-মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ১. ১৮০৩৬ হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ৩১.০৭.২০২৩, ০২.০৮.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা হাতিয়া থেকে ১২.২০ টায় ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ০৯.২০ ঘন্টার পরিবর্তে।২. ১৮০৩৬ হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ০৪.০৮.২০২৩ এবং ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা হাতিয়া থেকে ১০.২০ টায় ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ০৯.২০ ঘন্টার পরিবর্তে। ৩. ১৮০৩৫ খড়গপুর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা খড়গপুর থেকে ০৯.৪৫ টায় ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ০৮.৪৫ ঘন্টার পরিবর্তে ৪. ১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা টাটানগর থেকে ১৩.০৫ টায় ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে ১২.০৫ ঘন্টার পরিবর্তে।

নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ সোমবার থেকে শুরু হবে

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ মেট্রো যাত্রী এবং সমস্ত কলকাতা মেট্রো প্রেমীদের জন্য সুখবর! বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নবদিগন্ত ক্রসিং-এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক ডাইভারশন পরে, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড নতুন গড়িয়ার প্রস্তাবিত নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে (যা টেকনোপলিস নামে পরিচিত)- রাজারহাট মেট্রো করিডোর হয়ে বিমানবন্দর ৩১.০৭.২০২৩ (সোমবার) থেকে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও জনবলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতিরোধ্য বাধা অতিক্রম করার পরে এই প্রকল্পের জন্য এটি একটি বড় উৎসাহ হবে। কিছু জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি থেকে ২৭৯১ বর্গ মিটার তাজা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই স্টেশনের পূর্বের প্রস্তাবিত অবস্থানটি বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই স্টেশন নির্মাণের জন্য খুব শীঘ্রই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া থেকে আরও ৫৩৬ বর্গ মিটার জমি অধিগ্রহণ করা হবে। RVNL ইতিমধ্যেই AAI-কে সেই জমির জন্য লিজের অর্থের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেছে। যেহেতু এই মাসের শেষ দিন থেকে কাজ শুরু হতে চলেছে, নির্বাহক সংস্থা আরভিএনএল ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে। এই আসন্ন নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশনটি ১৮০-মিটার দীর্ঘ এবং ৩৫-মিটার চওড়া হবে। এর জন্য ২৯৪টি পাইল, ৩৬টি পাইল ক্যাপ এবং ৪৬টি কলাম নির্মাণ করতে হবে। নয় মাসের জন্য মঞ্জুর করা এই ট্র্যাফিক ডাইভারশনকে কাজে লাগিয়ে RVNL এই প্রকল্পের জন্য ১০টি পিয়ারও নির্মাণ করবে। এই স্টেশনের জন্য একটি কনকোর্স লেভেল, একটি প্ল্যাটফর্ম লেভেল এবং ৪টি এন্ট্রি স্ট্রাকচার তৈরি করা হবে। নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশন চালু হলে এটি হবে নতুন শহরের প্রবেশদ্বার। কৌশিক মিত্র, মেট্রো রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু করতে RVNL-কে সক্ষম করার জন্য টেকনোপলিসে সমস্ত প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ডাইভারশন দেওয়ার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি সকল স্টেকহোল্ডারদের এই প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং একটি ভাল আগামীকাল নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেছেন।

ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শিয়ালদহ ডিভিশনের লালগোলা-কৃষ্ণনগর সেকশনের বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেন

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে শনিবার (২৯.০৭.২০২৩) শিয়ালদহ ডিভিশনের লালগোলা-কৃষ্ণনগর সেকশনের বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল অফিসার এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-শিয়ালদহ এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের ব্রাঞ্চ অফিসাররা পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সাথে ছিলেন। সকালে, শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে লালগোলা স্টেশনে প্যানেল রুম, এটিভিএম মেশিন এবং যাত্রীদের অন্যান্য সুবিধা, স্টেশন সার্কুলেটিং এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মহাব্যবস্থাপক স্টেশন ম্যানেজারের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং লালগোলা স্টেশনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। জেনারেল ম্যানেজার লালগোলা এবং মুর্শিদাবাদের মধ্যে উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শনও পরিচালনা করেন এবং ট্র্যাক এবং এর আশেপাশের ইনস্টলেশন যেমন সিগন্যাল, ওভারহেড সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সুরক্ষা গিয়ারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন।. এরপরে জেনারেল ম্যানেজার কৃষ্ণপুর স্টেশন পরিদর্শন করেন যেখানে তিনি প্রচলন এলাকা, রানিং রুম, স্বাস্থ্য ইউনিট, আরপিএফ ব্যারাক পরিদর্শন করেন।

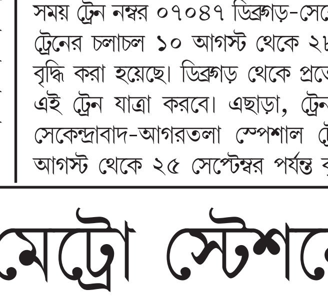

ত্রিপুরা ও অসমে বিজেপির সংগঠন মহামন্ত্রী পদে জি আর রবীন্দ্ররাজু

আগরতলা, ২৯ জুলাই ঃ ত্রিপুরায় বিজেপির সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন জি আর রবীন্দ্র রাজু। তিনি অসমের যুগ্ম দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে, ওই দুই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা ফণীন্দ্রনাথ শর্মাকে হরিয়ানায় সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় মহাসচিব অরুণ সিংহ আজ এ বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ২০২৪-এর লোকসভা নিব্বাচনের আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগপ্রকাশ নাড্ডা দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল করেছেন। সে অনুযায়ী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাকে ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হরিয়ানার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। এদিকে, ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত জিআর রবীন্দ্র রাজু রবীন্দ্র বিজেপির সাংগঠনিক ভবন নিরমাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও আছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক জিআর রাজু রবীন্দ্র দীর্ঘদিন অন্ধ্রপ্রদেশে পর্যন্ত সংগঠন মহামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডাঃ) মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য নবনিযুক্ত সংগঠন মহামন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে, আন্দামান-নিকোবরের বিজেপি সংগঠন মহামন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন বিবেক দধকর।

রোহিঙ্গা পাচার চক্রের সাথে যুক্ত যুবককে ত্রিপুরা থেকে আটক করেছে অসম পুলিশ

আগরতলা, ২৯ জুলাই ঃ রোহিঙ্গা পাচার চক্রের সাথে যুক্ত এক যুবককে ত্রিপুরা থেকে আটক করেছে অসম পুলিশ। একই সাথে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে নয়টি আধার কার্ড, দুইটি প্যান কার্ড সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন অসমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। অসমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ২০২২ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অসম থানায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিশী তদন্তে রোহিঙ্গা পাচারে অভিযুক্ত কাজল সরকার নামে এক যুবক ত্রিপুরায় বসবাস করছেন সেই তথ্য উঠে আসে । সেই মোতাবেক পুলিশ শনিবার ভোরে মোহনপুর বোয়ালিয়াস্থিত কাজল সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। সিধাই ও লেফুঙ্গা থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই অভিযানে কাজল সরকারকে আটক করে অসম পুলিশ। পাশাপাশি বাংলাদেশী নাগরিক বিষ্ণু চংদ্র মন্ডলকেও আটক করে সিধাই থানার পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, কাজল সরকারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে তার ঘর থেকে নয়টি আধার কার্ড, দুইটি প্যান কার্ড সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ড্রাগসের অপব্যবহার ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিচার বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ জুলাই ঃ ড্রাগস পাচার, ড্রাগসের অপব্যবহার ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিচার বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অডিটোরিয়ামে ক্রস বর্ডার অর্গেনাইজড ক্রাইমস মূল্যায়ন ও আইনি সমাধান শীর্ষক অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরা তিন দিক দিয়ে প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বেষ্টিত। ফলে আন্তর্জাতিক ড্রাগস ব্যবসায়ীরা সহজেই ত্রিপুরাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। যা রাজ্যের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দঁড়িয়েছে। কারন এটি তরুন প্রজন্মের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও একটা চ্যালেঞ্জ তৈরী করেছে। ড্রাগস পাচার ব্যবসা বর্তমানে দেশের নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈধ ড্রাগস ব্যবসা সন্ত্রাসী ও দেশবিরোধীদের আয়ের অন্যতম উস হয়ে উঠছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ড্রাগসের অপব্যবহার শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয় বর্তমানে সারা বিশ্বেই প্রধান সমস্যার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এদিন শ্রী সাহা বলেন, ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় এনডিপিএস মামলায় এফআইআর নথিবদ্ধ করা হয়েছে ১৫০৯টি, পুলিশ দ্বারা চার্জসিট গঠন করা হয়েছে ১১৪৩টি, গ্রেপ্তার হয়েছে ২,১৩১ জন অপরাধী এবং ৩৩১টি মামলা তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৬২০২১ কুইন্টাল, কফসিরাফ ও ফেন্সিডিল ৮ লক্ষ ২ হাজার ৮৮টি বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট ২৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১৯টি এবং হেরোইন হয়েছে ২৭৬১৩ কেজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

হাতুড়ে ডাক্তারের অভিনব প্রতারণার শিকার গ্রামবাসী, জয় বাংলা রোগ সারানোর অজুহাতে চোখে ড্রপ দিয়ে ঝাপসা করে ওষুধের দাম বেশি নেওয়া নতুন পন্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ এক অভিনব প্রতারণা। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের অভিনব প্রতারণার খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন গ্রামের সাধারণ নিরীহ মানুষেরা। গ্রামের মানুষদের বোকা বানিয়ে ওষুধের নির্ধারিত মূল্য কয়েক গুণ বাড়িয়ে ক্রমাগত মানুষদের ঠকিয়ে চলেছিলেন এলাকারই এক হাতুড়ে ডাক্তার। চোখের চিকিৎসা করার নামে চোখে ড্রপ দিয়ে চোখ ঝাপসা করে ওষুধের দাম মার্কার পেন দিয়ে বাড়িয়ে রোগীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা বেশি নিচ্ছিলেন এলাকারই এক হাতুড়ে চিকিৎসক এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই হাতুড়ে ডাক্তারের নামে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পিপলা গ্রামের বাসিন্দা তথা হাতুড়ে ডাক্তার বাবলু চক্রবর্তী চোখের চিকিৎসা করার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। ২৭ টাকা মূল্যের চোখের ড্রপ নেওয়া হচ্ছে ১২৭ টাকা, ৮৬ টাকার চোখের ড্রপ নেওয়া হচ্ছে ১৮৬ টাকা ও ৯২ টাকার ওষুধের মূল্য নেওয়া হচ্ছে ১৯২ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবলু চক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় চোখের কোয়ার্ক ডাক্তার বলে পরিচিত। নিজের বাড়িতে চেম্বার খুলে সারাদিন ধরে রোগী দেখেন। চোখের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ হাজির হচ্ছেন বাবলু ডাক্তারের কাছে। আর সেই সুযোগে ওই চিকিৎসক প্রতারণার নয়া ফাঁদ পেতে রোগীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন। যেসব রোগী তার কাছে আসেন তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চোখের ড্রপ তার কাছেই কিনতে হয়। এক্ষেত্রে ওষুধের নির্ধারিত মূল্য পাল্টে দিচ্ছেন ওই ডাক্তারবাবু। মার্কার পেন দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছেন মূল্য। এমনই প্রতারণার শিকার হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা তথা দুই ভাই রতন সিং ও সন্তোষ সিং। অভিযোগকারী রতন সিং জানান, তার চোখে কনজাংটিভাইটিস অর্থাৎ জয় বাংলা রোগ ধরা পড়ে কয়েকদিন আগে। তিনি তার চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য পিপলা গ্রামের ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান। সেখানে তার চোখে একটি ড্রপ দেন ডাক্তারবাবু। সাথে সাথেই তিনি চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। এরপরই ওই চিকিৎসক তাকে চোখের বেশ কয়েকটি ওষুধ দেন তার চেম্বার থেকে। এবং তার দাম বাবদ ৫৬০ টাকা নিয়ে নেন। এরপর রতন সিং বাড়ি ফিরে আসে।সেখানে এসে তিনি ওষুধের দাম মিলিয়ে দেখেন তার কাছ থেকে ৩০০ টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে এবং ওষুধের দাম অনেক কম এবং সেই দামের উপর পেন চালিয়ে দাম গুলি বাড়ানো হয়েছে। এরপরে তিনি আবার ওই চিকিৎসকের কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি অস্বীকার করেন। খবর পেয়ে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে ছুটে যান এলাকার বাসিন্দারা। তারাও অভিযোগ করেন এর আগেও এইভাবে এই হাতুড়ে চিকিসক রোগীদের কাছ থেকে ঠকিয়ে বেশি দাম নিয়েছেন বিভিন্ন ওষুধের। এরপরই ওই চিকিৎসকের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েকজন রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা। বাধ্য হয়ে ওই চিকিৎসক নিজের ভুল স্বীকার করেন।এরপর রতন সিং ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। যদিও নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন কোয়ার্ক ডাক্তার বাবলু চক্রবর্তী। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালের বি এম ও এইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, সরকারি নির্ধারিত মূল্য থেকে ওষুধের দাম বেশি নেওয়া গুরুতর অপরাধ। এছাড়াও ওই কোয়ার্ক ডাক্তারের কোন নির্দিষ্ট লাইসেন্স রয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানাচ্ছি।

বাঁকুড়া জেলাতেও দাপট বাড়ছে ডেঙ্গির, লার্ভার খোঁজে নামল পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুলাই ঃ লাগাতার বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়ার অবস্থাও ভাল নয়। ডেঙ্গির কার্যত আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার লার্ভার খোঁজে নামল বাঁকুড়া পুরসভা। এ দিন, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কেঠারডাঙা এলাকায় পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী, কীটনাশক স্প্রে করার কাজে যুক্ত কর্মী সহ পৌরসভার সমস্ত দফতরের আধিকারিকরা একযোগে অভিযান চালায়। শহরের অন্যতম ঘিঞ্জি এই বস্তির বিভিন্ন জায়গায় নর্দমা ও খানাখন্দে জমে থাকা জলে জন্ম নেওয়া মশার লার্ভার নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। এলাকার প্রতিটি বাড়ি ঘুরে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমীক্ষা চালিয়ে জ্বরের রোগী রয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হয়। বাঁকুড়া পুরসভায় গতবছর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে মহামারীর আকার নিয়েছিল ডেঙ্গি। আক্রান্ত ছুঁয়েছিল প্রায় ৩০০। এবার আগেভাগে বাঁকুড়া পুরসভা ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে নামলেও শেষ পর্যন্ত ওই এলাকায় ডেঙ্গি ঠেকাতে পারেনি পৌরসভা তেমনটাই মত সকলের। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় তিন জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে পৌরসভা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা তেমন মজবুত নয়। তাছাড়া এলাকায় যে নিকাশি নালা রয়েছে তা যথাযথ ভাবে সাফাই করে না বাঁকুড়া পৌরসভার কর্মীরা। এর ফলে বর্ষার জল, খানাখন্দ ও নর্দমায় জমে রয়েছে। সেখানেই দ্রুত হারে বাড়ছে মশার লার্ভা। এলাকায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে আজ থেকে বাঁকুড়া পুরসভা অল আউট অভিযান শুরু করে। পৌরসভার তরফে এলাকায় নিকাশির সমস্যা কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পৌরসভার দাবি, খুব শিঘ্রই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি এলাকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেঙ্গি মোকাবিলা করার ব্যাপারে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মণিপুর কান্ডের প্রতিবাদ মিছিল জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ বিজেপি শাসিত মনিপুরে ২ দলিত মহিলাদের প্রতি নক্কারজনক অত্যাচারের ঘটনায় দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্র সরকারকে

একযোগে আক্রমণের স্ট্রাটেজি নিয়েছে দেশের অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মণিপুর কান্ডে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলনের রণকৌশল নেওয়া হয়েছে। শুধু রাজ্যস্তরেই নয় রাজ্যের প্রতিটি ব্লক স্তরে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি চালানো হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। শনিবার মণিপুর কান্ডের প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও মিছিল শেষে একটি পথসভা করা হয় জামালপুর ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিন জামালপুর পুলমাথা থেকে শুরু হয় এই মিছিল বাজার ঘুরে বাসস্ট্যান্ডের কাছে সিধু কানুর মূর্তির কাছে পথসভা করা হয়। মিছিলে পা মেলান জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, এস সি সেলের সভাপতি উত্তম হাজারী এস টি সেলের সভাপতি তারক টুডু সহ অন্যান্যরা। প্রতিবাদ মিছিলে প্রচুর সংখ্যক তৃণমূল কর্মী বিশেষত মহিলা কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সব থেকে বড় বিষয় এই প্রতিবাদ মিছিলে প্রতিবাদ করতে অংশ নেন রামনাথ পুরের এক প্রতিবন্ধী মহিলা রিনা দলুই। তিনি বলেন এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে শুনে তিনি আর ঘরে থাকতে পারেন নি। বিধায়ক, ব্লক সভাপতি সহ সকলেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে উৎখাত করে ইন্ডিয়া জোটকে ক্ষমতায় আনার কথা বলেন। তবেই দেশ থেকে এই অস্থিরতা দূর হবে। এই জনবিরোধী সরকারের আর দেশের প্রয়োজন নাই বলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন জামালপুর ব্লক নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই ধরনের সিলেক্টিভ প্রতিবাদের নিন্দা করে জানানো হয়েছে এ রাজ্যে মহিলাদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, অপহরনের সংখ্যা কম নয়। সেগুলির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ মিছিল আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি শাসকদলের পক্ষ থেকে। তাই নিজেদের রাজ্যে মহিলাদের প্রতি অত্যাচারের ক্ষেত্রে চোখ বুঝে থেকে শুধুমাত্র মণিপুর নিয়ে শাসকদলের এই প্রতিবাদ মিছিল মহিলাদের প্রতি সহানুভূতির থেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধির দিকটিই প্রকট।

সাফাই কর্মচারীদের একাধিক দাবি নিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে একটি সভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ সাফাই কর্মচারীদের একাধিক দাবি নিয়ে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে একটি সভা। সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোহান সিং। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা। দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে তারা আন্দোলন করে এসেছেন। কিন্তু কোন আন্দোলনেই কোন সুরাহা হয়নি। ফলে আজ রবিবার শিলিগুড়িতে তারা একটি সভার আয়োজন করতে চলেছেন। শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া এলাকাতে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে উপস্থিত থাকবেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোহান সিং। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা।

কিশোরীকে গণধর্ষণ, সারা শরীরে কামড়! অভিযুক্তদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল সরকার

মধ্যপ্রদেশ, ২৯ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশের মইহারে গণধর্ষণের ঘটনায় ২ অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মইহারে এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, অভিযুক্ত রবীন্দ্র কুমার ও অতুল ভাদোলিয়া ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করে। কামড়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। এমনকি তার যৌনাঙ্গে শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাতও করে। মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার মইহার শহরে এক ১২ বছর বয়সী কিশোরীকে গণধর্ষণ ও তার উপর নৃশংসর অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। পুলিসের এক সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই কিশোরীর মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই ধর্ষণের বিষয়টি আরও নিশ্চিত করে বলা যাবে। ওদিকে ঘটনার পরই শুক্রবার মইহার পৌরসভার তরফে দুই অভিযুক্তের পরিবারের কাছে তাদের জমি এবং ভবন সম্পর্কিত নথি চেয়ে নোটিশ জারি করে। তদন্তে জানা যায় যে উভয় অভিযুক্তের বাড়ি-ই অবৈধ ছিল। অভিযুক্ত অতুল ভাদোলিয়ার বাড়িটি 'নজুল' জমিতে মানে অকৃষি কাজে ব্যবহৃত সরকারি জমিতে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওদিকে কুমারের বাড়ি অনুমতি ছাড়া-ই তৈরি হয়েছিল। এরপরই এদিন সকালে দুটি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। স্থানীয় প্রশাসন শনিবার দুই অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা বাড়ি ভাঙতে এলে অভিযুক্তদের পরিবার অনেক কাকুতি- মিনতি করেন। আগে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আর্জি জানান। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করেনি বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের সরকার-প্রশাসন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আধিকারিকরা যখন ভাদোলিয়ার বাড়িতে পৌঁছান, তখন তার পরিবারের সদস্যরা তদন্ত শেষ হওয়ার পরই যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বাড়ি ভেঙে দিয়ে চলে যান। মইহার শহরের একটি বিখ্যাত মন্দিরের পরিচালন ট্রাস্টে কাজ করে অভিযুক্ত দুজন। অভিযোগ, তারা ওই কিশোরীকে প্রলুব্ধ করে একটি জনবিচ্ছিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর সেখানে তারা তাকে গণধর্ষণ করে। তার উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। প্রচুর রক্তপাত হয় ওই কিশোরীর। শরীরে রয়েছে কামড়ের চিহ্নও। বর্তমানে রেওয়াতে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই কিশোরী। ওদিকে ধৃতদের শুক্রবার আদালতে পেশের পর তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজত হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইপিসি বা ভারতীয় দণ্ডবিধির যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইনের অধীনে মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। ঘটনার পর মা সারদা দেবী মন্দির পরিচালনা কমিটি, মইহারের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে অভিযুক্ত কুমার এবং ভাদোলিয়াকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের অশোভন কাজ মন্দিরের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে।

পুনর্বাসন না দিয়ে দুর্গাপুরে সেইলের জমিতে উচ্ছেদ করলে বুলডোজারের সামনে আমি দাঁড়াবো, হুঁশিয়ারি আলুওহালিয়ার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জুলাই ঃ 'আধুনিকিকরন বাতাসে হয় না, মাটিতে হয়। আর ওই মাটিতে যারা আছে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা হলে, বুলডোজারের সামনে আমি দাঁড়াবো।' শনিবার ডিএসপির জবরদখল উচ্ছেদ প্রসঙ্গে দুর্গাপুরে নিজের বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এভাবেই সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওহালিয়া। একই সঙ্গে তিনি দুর্গাপুরের অতীত গরিমা ফেরাতে ধরনায় যেতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ নিয়ে বিক্ষোভ উত্তাল শিল্পশহর দুর্গাপুর। রাষ্ট্রায়ত্তর সংস্থা সেইলর অধীনস্থ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং মিশ্র ইস্পাত কারখানার জমির দখল করে বসবাসকারী মানুষদের উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে উচ্ছেদের নোটিশ সেইল দিতেই পুনর্বাসনের দাবিতে সরব দুর্গাপুরের ৩২ এবং ৩৩ নং ওয়ার্ডের বস্তিবাসীরা। দফায় দফায় বিক্ষোভ উত্তাল শিল্পশহর। এর আগে বেশ কিছু এলাকায় জবরদখল করে বাড়ি নির্মাণ ভেঙে দিয়েছে ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। উচ্ছেদ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দুর্গাপুরের ৩২ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেইল এর জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওহালিয়া। এদিন তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। ফলাফলে জয়ের পর প্রতিনিধি হয়েছি। সবার প্রতিনিধি। তাই শহরের সব শ্রমিক সংগঠন ডিএসপির আধুনিকিকণের দাবী জানিয়েছে। আধুনিকিকরণ বাতাসে হয় না। মাটিতে হয়। সেইলের ১২ হাজার একর জমির মধ্যে ৫০ শতাংশ অব্যাবহৃত অবস্থায় পড়ে। সেখানে অনুসারী শিল্প করা যেতে পারে। ওই অব্যাবহৃত জমিতে বহুকাল ধরে প্রচুর মানুষ বসবাস করছে। তাই মাটিতে থাকা মানুষদের পুর্নবাসন প্রকল্প করতে হবে। তিনি আরও বলেন, পুনর্বাসন না দিয়ে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা হলে বুলডোজারের সামনে আগে আমি দাঁড়াবো। বিজেপি সাংসদ সুরেন্দ্রর সিং আলুওহালিয়া আরও বলেন, ৬০ দশকে দুর্গাপুরে একের পর এক শিল্প গড়ে ওঠে। এখানে কুইন এলিজাবেথ এসেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু, সৌরিন সিং এসেছিলেন। সেই সময় দুর্গাপুরে স্বর্ণযুগ। অতীত গরিমা রয়েছে। দুর্গাপুরের গরিমা ফেরাতে আর্কাইভ মিউজিয়াম করার প্রস্তাব দিয়েছি। আর ওই স্বর্ণযুগ ফেরাতে যেখানে যেতে হয় যাব। সমস্ত মানুষকে নিয়ে ধরনা করতে হলে, করব।

মাঠের গর্ত থেকে উদ্ধার ৮ বছরের বালকের দেহ, উত্তপ্ত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৯ জুলাই ঃ শিশু খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত মেদিনীপুর সদর ব্লকের বেনাডিহি গ্রাম। মৃতদেহ তুলতে পুলিসকে বাধা। সন্দেহভাজন ব্যাক্তিদের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটাল উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে রয়েছে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। নামানো হয়েছে RAF। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না পুলিস। উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে গোটা এলাকা। তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর নদীর ধার থেকে উদ্ধার হল আট বছরের এক শিশুর দেহ। খুনের অভিযোগ পরিবার ও গ্রামবাসীদের। দফায় দফায় উত্তেজনা মেদিনীপুর সদর ব্লকের বেনাডিহি গ্রামে। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিসের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় মেদিনীপুর সদর ব্লকের বেনাডিহি গ্রামের ৮ বছরের এক শিশু। পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায়। এরপর দু'দিন তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরেও মেলেনি শিশুর হদিস। অবশেষে শনিবার দুপুরে বেনাডিহি এলাকায় কাঁসাই নদী সংলগ্ন একটি মাঠে গর্তের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় নিখোঁজ শিশুর দেহ। দেহে একাধিক ক্ষত চিহ্ন দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর কয়েক হাজার মানুষের ভিড় জমে যায় কংসাবতী নদীর ধারে। খবর দেওয়া হয় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। পুলিস কুকুর এনে তল্লাশি চালাতে হবে এই দাবিতেই গ্রামবাসীরা দেহ তুলতে বাধা দেয়। পরে পুলিস গ্রামবাসীদের দাবি মেনে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খুনির শাস্তির দাবিতে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। এরই মধ্যে খুনে জড়িত সন্দেহে গ্রামবাসীরা আটক করে মৃত শিশুর সৎ দাদাকে। উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে বাঁচাতে থেকে একটি ক্লাব ঘরের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় সন্দেহভজন যুবককে। সেই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যেতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিসকে। অবশেষে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় অভিযুক্তকে।

তেল চুরির অভিযোগে খন্ডঘোষে গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ মাস কয়েক ধরে খন্ডঘোষের একাধিক বালি খাদান থেকে চুরি যাচ্ছিল মেশিনপত্র চালানোর তেল। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ। অবশেষে তেল চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল তারা। খণ্ডঘোষ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাস খানেক ধরে বিভিন্ন বালি খাদানের বালি তোলার কাজের জন্য যে তেল মজুদ রাখা হতো সেখান থেকেই তেল চুরি হচ্ছিল বলে খণ্ডঘোষ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল বিভিন্ন বালি খাদান মালিকরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। শুক্রবার রাতে পলেমপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তেল চুরির অভিযোগে তন্ময় ঘোড়ুই নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার কামালপুর গ্রামে। পুলিশি জেরায় ধৃত যুবক তেল চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করার পাশাপাশি তার কাছ থেকে কয়েক লিটার তেল উদ্ধার হয়েছে বলে দাবী পুলিশের। এই তেল চুরি চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে কিনা এবং এই চুরি যাওয়া তেল কোথায় বিক্রি করা হত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ।

বক্সা প্রকল্পে বাঘের অস্তিত্ব মানল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সুখবর। বক্সাতে বাঘের অস্তিত্ব স্বীকার করল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি। আজ বিশ্ব বাঘ দিবসে উত্তরাখন্ডের করবেট ন্যাশনাল পার্কে কেন্দ্রীয়ভাবে গোটা দেশের বাঘ

সুমারির রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা। সেই রিপোর্টেই বক্সাতে বাঘের অস্তিত্ব স্বীকার করল কেন্দ্র। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বক্সা অভয়ারণ্যতে একটি বাঘ রয়েছে। উত্তরবঙ্গে মোট দু'টো বাঘের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে বক্সাতে একটা বাঘ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বাঘ সুমারির রিপোর্ট। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাঘ সুমারিতে বক্সাতে কোনও বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ২০২২ সালে বাঘ সুমারির রিপোর্ট আজ প্রকাশ হল। সেই রিপোর্টে বক্সাতে একটি বাঘের উপস্থিতি স্বীকার করে নিল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি।

ডোমকলে কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের ডোমকলে এক মহিলা কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ৬৫ বছর বয়সী খাতুন বেওয়া। অভিযোগ, এরপরই তাঁকে মারধর করা হয়। শনিবার ডোমকল থানার ১০ নম্বর ঘোড়ামারা অঞ্চলের হারুপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, খাতুন বেওয়া দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। অভিযোগ, শনিবার তৃণমূলের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে তাঁর। এরপর হাতাহাতি হয়। খাতুন বেওয়াকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় খাতুনকে। তবে সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপরই তাঁকে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় খাতুন বেওয়ার। যদিও এই ঘটনায় এখনও কোনও তৃণমূল নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সাহাবাজপুরে এসএসকে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষে তালা অভিভাবকদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ এসএসকে বিদ্যালয় তালা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের একাংশের বিরুদ্ধে। ঘটনা কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভগবান টোলা এস এস কে বিদ্যালয়ের। অভিযোগ, ওই বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের ঠিকমতো মিড ডে মিল না দেওয়াই অভিভাবকদের কয়েকজন তালা দিয়ে দেয় বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষে। যার জেরে পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বিদ্যালয় চত্বরে। পাশাপাশি অভিভাবকদের দাবি, উল্লেখ্য ১৯ জুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তালা দিতে বলে এবং তার উপস্থিতিতেই বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলিতে তালা দেওয়া হয়। যদিও মিড ডে মিলে অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই এসএসকে বিদ্যালয়ের প্রধান সহায়িকা ষষ্ঠীরানী সরকার। তিনি বলেন, তার ওপরে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার দাবি, নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল দেওয়া হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, তৃতীয় সহায়িকা বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ে আসছিলেন না তাকে সিএল নিতে বলাতেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। নিয়মানুযায়ী সিএল অর্থাৎ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে তিনি ছুটিতে যেতে পারেন। এই নিয়ে বারংবার তাকে জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি। পাশাপাশি দ্বিতীয় সহায়ক দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ ২০১৬ সাল থেকে বিদ্যালয়ে আসেন না অসুস্থ থাকায়, তার বদলে তার ছেলে বিদ্যালয়ে আসে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিডিওকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ কার্যকরের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র এআইডিএসওর

করিমগঞ্জ (অসম) ২৯ জুলাই ঃ ভারতবর্ষের নবজাগরণের মহান মনীষী ও আধুনিক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৩৩ তম প্রয়াণ দিবসে ছাত্র সংগঠন এআইডিএস ও''র অসম রাজ্য কমিটির আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নীত করা এবং শিক্ষা বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকরী করার নামে শিক্ষার গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চরিত্রকে ধ্বংসের অপচেষ্টা বন্ধের দাবি সহ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করে আজ শুক্রবার করিমগঞ্জে ও জেলাশাসক মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথমতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালে দেশের নব প্রজন্মকে আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুন্সি প্রেমচন্দ, জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়লা প্রমুখ নবজাগরণ আন্দোলনের মহান মনীষীরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে দাবি উত্থাপন করেছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। তাঁরা ছাত্র- ছাত্রীদের দেশের কাজ করা থেকে বিরত রাখার পক্ষে ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের স্বপ্ন ছিল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীকার প্রদান করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর পুঁজিপতি শ্রেণীর তল্পিবাহক ক্ষমতাসীন সরকারগুলো চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করে চলেছে। ভারতবর্ষের সংবিধানে জনসাধারণকে ন্যায়সঙ্গত দাবি উত্থাপনের ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তোলার অধিকার প্রদান করেছে। তাই শিক্ষার উপর নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের আন্দোলন সংগঠিত করার অধিকার সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। দেশের সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ কার্যকর করার কৌশল হিসেবে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যক্তিগতকরণ, ব্যবসায়ীকরণ ও শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসের যে নীল নক্সা রচিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে যাতে কোনো ধরণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য সরকার ছাত্র ও শিক্ষকদের সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক নির্দেশনা জারি করেছে। নির্দেশনায় প্রধান শিক্ষককে এমনসব ক্ষমতা প্রদান করেছে যাতে ন্যায়সঙ্গত ছাত্র আন্দোলনে যোগদান থেকে ছাত্র ছাত্রীদের আটকে রাখা যায়। শিক্ষকের উপর খড়গ নেমে আসার নির্দেশনা থাকায় এর অন্যথা করতেও কেউ সাহস পাবে না। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা গেছে যে শিক্ষকরা ছাত্র- ছাত্রীদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করতেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব দাস তাঁকে দেশের কাজে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রধান শিক্ষকদের অন্যান্য শিক্ষককে শাস্তি প্রদানের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান এবং সামাজিক মাধ্যমে শিক্ষকদের মন্তব্য করা থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা আসলে শিক্ষকদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করার অপচেষ্টার বাহিরে অন্য কিছু নয়। তৃতীয়তঃ জনগণের দানে গাে উঠা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকাঠামো ব্যবহার করে দেশের মনীষীদের জীবনী চর্চা ও উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার পরিপূরক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জনসাধারণের ছিল নতুন নির্দেশনায় তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি ও বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আধিকারিকের কাছ অনুমতি নেওয়ার ফরমান বাস্তবে নবপ্রজন্মকে উন্নত সংস্কৃতি চর্চা থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বিরত রাখার অপচেষ্টা। চতুর্থতঃ দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদদের অভিমত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাতে পাাশোনা করানো দরকার, যাতে প্রতিটি বিষয় সহজে অধ্যয়ন করতে পারে। উন্নত জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর প্রয়োজনীতা ভাষা বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। অথচ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ''অটোমেটিক প্রমোশন'' প্রথা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা পঞ্চম শ্রেণীর ৫৩ এর বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের নাম পর্যন্ত যেখানে মাতৃভাষায় লিখতে পারে না সেখানে আমাদের রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও গণিত ইংরেজিতে পড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হঠকারিতার বাহিরে আর কিছু নয়। পঞ্চমতঃ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ এর সুপারিশ মেনে চার বছরের বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত আমাদের রাজ্যের দরিদ্র পরিবারের ছাত্র- ছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গন থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে। কারণ, একবছর অতিরিক্ত পড়াশোনার খরচ চালানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়াও, এই কোর্সের ''মাল্টিপল এন্ট্রি ও একজিট'' পদ্ধতি ছাত্র- ছাত্রীদের পড়াশোনাকে মূল্যহীন করে তুলবে। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে রাজ্যের বিশাল সংখ্যক মেট্রিক ও হায়ার সেকেন্ডারি উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাে না উঠার ফলে আজ ছাত্র- ছাত্রীদের ভবিষ্যত বিপন্ন হতে চলেছে। যেসব ছাত্র-ছাত্রী হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে তারাও সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য এখন পর্যন্ত ''টেক্সট বুক'' পায়নি। অন্যদিকে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত না থাকায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র- ছাত্রীদের শিক্ষক, পরিকাঠামো ও বইয়ের অভাবে পঠন পাঠনে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বেশ কিছু বিষয় দ্রুত কার্যকর করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয় স্মারকপত্রে, যার মধ্যে রয়েছে ভারতের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের স্বপ্নকে যথাযথ মর্যাদা দিতে শিক্ষার স্বাধিকার হরণের লক্ষ্যে জারি করা স্বৈরাচারী ফরমান অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। ভাষাবিদদের পরামর্শ মেনে মাতৃভাষাতে প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র- ছাত্রীদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্র স্বার্থবিরোধী চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করা চলবে না। মেট্রিক , হায়ার সেকেন্ডারি উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির সুযোগ প্রদান করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদ নিয়মিত শিক্ষক নিযাগের মাধ্যমে পুরণ করতে হবে এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে অবিলম্বে 'টেক্সট বুক'' সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। শুক্রবার করিমগঞ্জের স্মারকপত্র প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুজি কুমার পাল, জয়দীপ দাস, লক্ষী চন্দ, দীপক রায় ও সোনালী নাথ প্রমুখ।

এশিয়াডে নেই সুনীল! অনুপস্থিত সন্দেশ-গুরপ্রীত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ অনিশ্চযতার মেঘ কেটে গিয়ে এশিয়ান গেমসে খেলার অনুমতি পেয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল। সুনীল ছেত্রীকে ক্যাপ্টেন করে এশিয়াডে দল পাঠানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এআইএফএফ প্রেসিডেন্টকল্যাণ চৌবে। সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে তো? সূত্র মাফত জানা যাচ্ছে, এশিয়ান গেমসের জন্য আয়োজকদের কাছে পাঠানো ভারতীয় ফুটবল স্কোয়াডে নেই সুনীল ছেত্রী। নেই গোলকিপার গুরপ্রিত সিং সান্ধু এবং ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গানের নামও। এই তিন সিনিয়র ফুটবলারের নাম আসন্ন এশিয়ান গেমসের লিস্ট থেকে উধাও। কেন? নিয়ম অনুযায়ী, এশিয়ান গেমস ফুটবলে অনূর্ধ্ব ২৩ দল পাঠানো হয়। তবে দলে তিনজন সিনিয়র ফুটবলার খেলতে পারেন। তাই সিনিয়র টিমের তিন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে স্কোয়াডে রেখে চিনে দল পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানান, সুনীলকে অধিনায়ক করে এশিয়াডে দল পাঠানো হবে। এদিকে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২২ জনের স্কোয়াডে সুনীল-সান্ধুদের নাম নেই। জানা গিয়েছে, আইওএ এবং কল্যাণ চৌবে ব্যক্তিগতভাবেও এশিয়ান গেমস আয়োজকদের কাছে এই তিনজনকে 'বিশেষ ক্ষেত্রে' খেলার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই মর্মে আয়োজকদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, এই তিন সিনিয়র ফুটবলারের এশিয়ান গেমসে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা আগে থেকেই ছিল। পরে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। আয়োজকদের অনুরোধ করেছিলাম তখন জানতে পারিনি যে তাঁদের নাম (সুনীল, সান্ধু ও সন্দেশ) আয়োজকদের কাছে পাঠানোর মূল তালিকায়

নাম পাঠানোর শেষ সময়সীমা ছিল ১৫ জুলাই। যে কারণে ওই স্কোয়াডে সুনীলদের নাম অনুপস্থিত রয়েছে। কল্যাণ চৌবে বলেছেন, ''যখন আমরা ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে এশিয়াডের জন্য পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দল পাঠানোর ছিল না। বিষয়টি জানার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছি যাতে ওই তিনজনের নাম স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে এখানে আমার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল।''

২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৪ জুন

লন্ডন, ২৯ জুলাইঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই আয়োজক দেশ। কবে থেকে এই বিশ্বকাপ শুরু হবে, তা জেনেছে ক্রিকইনফো। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ৪ জুন। ১০টি ভেন্যুতে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ৩০ জুন শেষ হবে বিশ্বকাপ। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইসিসির একটি প্রতিনিধিদল এই সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ভেন্যু পরিদর্শন করেছে। ফ্লোরিডার লডারহিলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে মরিসভিল, ডালাস, নিউইয়র্কে। মরিসভিল ও ডালাসে এখন মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি) চলছে। ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম, মরিসভিলের চার্চ স্ট্রিট পার্ক এবং নিউইয়র্কের ফন কোর্টল্যান্ড পার্ক এখনো আন্তর্জাতিক ভেন্যুর মর্যাদা পায়নি। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, এটি বাধ্যতামূলক। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লিউআই) ও ইউএসএ ক্রিকেটকে (ইউএসএসি) সঙ্গে নিয়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আইসিসি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

সেমিতেই বিদায়, জাপান ওপেনে ইতিহাস গড়তে পারলেন না লক্ষ্য সেন

টোকিও, ২৯ জুলাইঃ জাপান ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন ভারতীয় তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। সেই সঙ্গে এই টুর্নামেন্টে ভারতের পদক পাওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হল। ইতিহাস গড়তে পারলেন না ২১ বছরের লক্ষ্য। জাপান ওপেন থেকে কোনও ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা দেশকে পদক এনে দিতে পারেননি। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্রেমীরা আশায় ছিলেন স্বপ্নের ফর্মে থাকা ভারতীয় পুরুষ ডাবলস জুটি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি সেই স্বপ্নপূরণ করবেন। কিন্তু তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালেই আটকে যান। এরপর সেমিফাইনালে উঠে ভারতীয় সমর্থকদের মনে পদক জয়ের সমস্ত আশা জিইয়ে রেখেছিলেন লক্ষ্য সেন। তবে ফাইনালে ওঠা হল না লক্ষ্যর। ইন্দোনেশিয়ার শাটলার জোনাথন ক্রিস্টির কাছে হেরে জাপান ওপেন থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে লক্ষ্য সেনকে। জাপান ওপেনের সেমিফাইনালে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বরে থাকা এবং এশিয়ান গেমস চ্যাম্পিয়ন জোনাথন ক্রিস্টির বিরুদ্ধে নেমেছিলেন ভারতের লক্ষ্য সেন। প্রথম গেমে ইন্দোনেশিয়ার শাটলার জোনাথনের কাছে ২১-১৫ ব্যবধানে হারেন লক্ষ্য। এরপর দ্বিতীয় গেমে ঘুরে দাঁড়ান ভারতীয় শাটলার। দারুণ লড়াই করে দ্বিতীয় গেম লক্ষ্য জেতেন ২১-১৩ ব্যবধানে। এরপর নির্ণায়ক গেমেও লক্ষ্য ও জোনাথনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যায়। জোনাথনের দারুণ ডিফেন্স ও অসাধারণ শটের বিরুদ্ধে লক্ষ্য

প্রতিরোধ গড়লেও শেষ অবধি ১৬-২১ ব্যবধানে তৃতীয় গেম হারেন ভারতীয় শাটলার। সেই সঙ্গে এই টুর্নামেন্টে ভারতের পদক জয়ের স্বপ্নভঙ্গও হয়। ১ ঘণ্টা ৮ মিনিট ধরে এই সেমিফাইনাল ম্যাচ চলে। এর আগে এই দুই তারকা ২ বার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাতে দু'জনই এক বার করে জিতেছিলেন। এ বার জোনাথন ছাপিয়ে গেলেন লক্ষ্যকে।

রোনাল্ডো কি গোল করতে ভুলে গেছে

রিয়াধ, ২৯ জুলাইঃ ইন্টার মায়ামিতে এসেই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলকে মাতিয়ে তুলেছেন লিওনেল মেসি। দুই ম্যাচে ৩ গোল করে দেখাচ্ছেন পায়ের জাদুও। বিপরীতে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যেন গোল করতেই ভুলে গেছেন। প্রতিযোগিতামূলক ও প্রীতি ম্যাচ মিলিয়ে সব শেষ ৬ ম্যাচের কোনোটিতেই গোল পাননি রোনাল্ডো। সবশেষ গতকাল আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের ম্যাচে আল শাবাবের বিপক্ষেও রোনাল্ডো ছিলেন গোলহীন। এই ম্যাচে ৬২ মিনিটে বেঞ্চ থেকে মাঠে নেমেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু কোনও পার্থক্য গড়তে পারেননি এই পর্তুগিজ মহাতারকা। মাঠ ছাড়তে হয়েছে গোলশূন্য ড্র করে। এর আগে প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির প্রীতি ম্যাচে চারটি ইউরোপিয়ান দলের সঙ্গে খেলেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু কোনোটিতেই গোলের দেখা পাননি আল নাসরে মহাতারকা। ১৮ জুলাই সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে আল নাসরে বিধ্বস্ত হয়েছিল ৫-০ গোলে। সেদিন রোনাল্ডো শুরু থেকেই মাঠে ছিলেন। কিন্তু দলের ১-১ গোলে ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষকে রুখেও দেয় তারা। কিন্তু সেই ম্যাচেও রোনাল্ডোর টালিখাতা ছিল শূন্য। আর সবশেষ আল শাবাবের বিপক্ষেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। এই ম্যাচের পর রোনাল্ডো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'গ্রুপপর্বে প্রথম কঠিন ম্যাচ। আর দুই ম্যাচ আছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' তবে লড়াইয়ে জিততে হলে কিছু করে দেখাতে হবে রোনাল্ডোকেই। এর আগে গত মরসুমে আল ইত্তিফাকের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করা ম্যাচেও রোনাল্ডো ছিলেন গোলহীন। আল নাসরের জার্সিতে রোনাল্ডোর সবশেষ গোল দেখতে হলে ফিরে যেতে হবে গত ২৪ মে আল শাবাবের বিপক্ষে খেলা প্রো লিগের ম্যাচে। সেই ম্যাচে আল নাসরের ৩-২ গোলের জয়ের পথে গোল করে দলকে জয় পাওয়ায় সহায়তা করেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু এরপর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত জালের ঠিকানা খুঁজে পাননি রোনাল্ডো। কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো দাবি করেছিলেন

বড় হার এড়ানোর জন্য কিছুই করতে পারেননি 'সিআর সেভেন'। এরপর রোনাল্ডোর দল খেলেছিল বেনফিকার বিপক্ষে। সেই ম্যাচে আনহেল দি মারিয়াদের সঙ্গে পাত্তায় পায়নি আল নাসরে। ৪-১ গোলের বড় হারের ম্যাচে রোনাল্ডো সেদিনও ছিল নিস্প্রভ। পরের দুই ম্যাচে রোনাল্ডোর আল নাসরে খেলেছিল ইউরোপের দুই শক্তিশালী দল পিএসজি ও ইন্টার মিলানের সঙ্গে। পিএসজিকে সেই ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ে রুখে দিয়ে চমক দেখায় আল নাসরে। তবে সেদিন রোনাল্ডোর সামনে দলকে জেতানোর সুযোগ এসেছিল। দুইবার গোলের খুব কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সেই গোল পাওয়া হয়নি তাঁর। রোনাল্ডো সুযোগ নষ্ট করায় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় আল নাসরেকে। আরেক প্রীতি ম্যাচে আল নাসরে খেলেছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালিস্ট ইন্টার মিলানের বিপক্ষে। সেই ম্যাচেও ইন্টারের বিপক্ষে সামগ্রিকভাবে দারুণ পারফরম্যান্স দেখায় আল নাসরে। এমএলএসের চেয়ে সৌদি আরবের লিগ এগিয়ে আছে। তিনি সে সময় বলেছিলেন, ''এমএলএসের চেয়ে সৌদি লিগ ভালো। আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত, ইউরোপীয় ক্লাবে আর ফিরব না। সেই দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সৌদি লিগে আসার পথ খুলে দিয়েছি। এখন সব খেলোয়াড় (আমাকে অনুসরণ করে) এখানে আসছে।'' কিন্তু মেসির অভিষেকের পর চিত্রটা এখন বদলানোর পথে। তাই নিজের দাবি অনুযায়ী সৌদি লিগকে এগিয়ে রাখতে হলে জ্বলে ওঠার বিকল্প নেই রোনাল্ডোর। কারণ, লড়াইটা এখন আর এমএলএস বনাম সৌদি প্রো লিগে আটকে নেয়। সেটি এখন বরং মেসি বনাম রোনাল্ডোতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই এ দুজনের মধ্যে যিনি জিতবেন, তাঁর লিগও তখন জিতে যাবে। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপে আল নাসরের পরের ম্যাচ আগামী মঙ্গলবার মোন্তাসিরের বিপক্ষে। এই ম্যাচে রোনাল্ডো স্বরূপে ফিরতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা জুভেন্তাসকে

তুরিন, ২৯ জুলাইঃ গত মরসুমে সিরি আ-তে সপ্তম স্থানে শেষ করেছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব জুভেন্তাস। যার ফলস্বরূপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগে ঠাঁই হয়নি। শুধুমাত্র ইউরোপা কনফারেন্স লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। কিন্তু সেটাও আর সম্ভব হচ্ছে না। কনফারেন্স লিগ থেকে জুভেন্তাসকে নির্বাসিত করেছে উয়েফা। ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডির ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে নিয়ম ভঙ্গ করায় এমন শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে ক্লাবটিকে।

টুর্নামেন্ট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি ২০ মিলিয়ন ইউরো আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। উয়েফা জানিয়েছে, ২০১২ সাল থেকে ২০১৯-র মধ্যে ক্লাবের আর্থিক লেনদেনে নিয়ম ভঙ্গের প্রমাণ মিলেছে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের আর্থিক বছরে একইভাবে নিয়ম ভঙ্গের প্রমাণ পেলে অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন ইউরো আর্থিক জরিমানা করা হবে। অর্থাৎ ক্লাবের উপরে কড়া নজর রাখবে উয়েফা। সিরি আ ক্লাবটি উয়েফার এই শাস্তি মেনে নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ক্লাবের তরফে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। গত মরসুমে আর্থিক অনিয়মের দায়ে ১৫ লিগ পয়েন্ট কাটা গিয়েছিল ক্লাবটির। যে কারণে তাদের ৭ নম্বরে নেমে যেতে হয়। ইতালির শীর্ষ ক্লাবটির কীর্তিকলাপের শেষ এখানেই নয়। ২০০৫-০৬ মরসুমে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও ট্রফি কেড়ে নেওয়া হয় তাদের। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের গুরুতর অভিযোগ ছিল ক্লাবটির বিরুদ্ধে। সে বার চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দেওয়া হয় ইন্টার মিলানকে। ক্লাবটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ বহুদিন ধরে। এদিকে উয়েফার জুভেন্তাসের শাস্তির কারণে পড়ে পাওয়া সুযোগ এসে গেল গত মরসুমে লিগে অষ্টম স্থানাধিকারী ফিওরেন্তিনার। কনফারেন্স লিগে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের জায়গায় খেলার সুযোগ এসে গেল ক্লাবটির কাছে।

রবিবার ৪১তম জন্মদিন, অবসরের ভাবনা নেই জিমির

লন্ডন, ২৯ জুলাইঃ ৩০ জুলাই ৪১ বছরে পা দেবেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। সাধারণত এই বয়সের অনেক আগেই অবসরের গ্রহে চলে যান পেস বোলাররা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম জিমি। এখনও ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ফরম্যাটে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে আর কতদিন চালিয়ে যেতে পারবেন তাতে সন্দেহ রয়েছে। বর্তমানে অ্যাসেজ সিরিজে খেলছেন জিমি। সিরিজে তাঁর পারফরম্যান্স মোটেও বলার মতো নয়।

ধারাবাহিকতার অভাবে তৃতীয় টেস্টে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁর খারাপ ফর্মের ফল ভুগেছে ইংল্যান্ড দল। যদিও পঞ্চম টেস্টে জিমিকে রেখেই দল ঘোষণা করেছে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড টিম। অনেকের ধারণা চল্লিশোর্ধ্ব অ্যান্ডারসনের হয়তো এটাই শেষ টেস্ট। অ্যাসেজের পরই কি অবসরের ঘোষণা করে দেবেন অ্যান্ডারসন? জন্মদিনের প্রাক্কালে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। সীমিত ওভারের ফরম্যাট থেকে অনেক দিন আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধুমাত্র টেস্ট ফরম্যাটে খেলেন অ্যান্ডারসন। ২০ বছর ধরে ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলছেন তিনি। এই ফরম্যাটে ৬৮৯টি উইকেট নিয়েছেন। তাতেও খিদে মেটেনি। এখনই ক্রিকেট কেরিয়ারকে বিদায় জানাতে চান না তিনি। অবসরের চিন্তাভাবনা থেকে অনেক দূরে ইংল্যান্ডের তারকা পেসার। ৪১তম জন্মদিনের আগে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''এখনও তাঁর অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে।'' অ্যান্ডারসনের কথায়, ''আমার মনে হয় না যে খারাপ বোলিং করছি বা গতি হারিয়েছি। এই দলের হয়ে এখনও আমার অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে। আসলে বোলারদের ৩০ বছর বয়স হয়ে গেলেই লোকে অবসর প্রসঙ্গ তোলে। কিন্তু গত তিন থেকে চার বছর ধরে আমি আগের মতোই বোলিং করেছি। অনেক নিয়ন্ত্রণে রয়েছি। আমার শরীর ভালো জায়গায় আছে। বোলিং দক্ষতাও আগের মতোই ভালো।'' অ্যাসেজ সিরিজে এখনও পর্যন্ত সাকুল্যে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৫।

প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টায় মেসির সাথে দেখা করতে যান বেকহাম

ফ্লোরিডা, ২৯ জুলাইঃ লিওনেল মেসির আগমন বলে কথা! ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত উপেক্ষা করেই গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় ফ্লোরিডার পোর্ট লডারডেলের ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছিলেন হাজারো ফুটবলপ্রেমী। মেসি-বরণ অনুষ্ঠানের সময় নামা বৃষ্টিকে সেদিন 'পবিত্র জল' বলেছিলেন ইন্টার মায়ামির সহমালিক জর্জ ম্যাস। আর মেসিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 'আমেরিকার নম্বর ১০' হিসেবে। ডেভিড বেকহামের কাছেও ব্যাপারটা একই রকম। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও মায়ামির আরেক সহমালিক বেকহামের মতে, তাঁর ক্লাবে মেসির যোগ দেওয়ার ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল নয় দেশটির ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসেরই সবচেয়ে বড় দলবদল। জমকালো আয়োজনে মেসিকে মায়ামিতে বরণ করে নেওয়ার চার দিন পর মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটির হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছে। মার্কিন ফুটবলে আর্জেন্টাইন তারকার প্রথম ম্যাচের প্রাক্কালে ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট 'দ্য অ্যাথলেটিক'কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বেকহাম। শুনিয়েছেন মেসিকে আনার পরিকল্পনার কথা। জানিয়েছেন তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের উন্মাদনা, প্রত্যাশা ও মার্কিন ফুটবলে বাঁকবদলের সম্ভাবনা। প্রাক্তন ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান মালিকানা নিয়েও অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। বেকহাম বলেছেন, ''আমরা এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়াবাজার নিয়ে আলোচনা করছি। বিশ্বকাপ জয়ের পরের বছরই লিওনেল মেসিকে ইন্টার মায়ামিতে, এমএলএসে নিয়ে আসা সেটাও তিন বছর বয়সি একটা দলে...এটা বিশাল অর্জন।'' মেসিকে নিজের দলে টানাতে কি খেলোয়াড়ি জীবনের অর্জনের সঙ্গে তুলনা করা যায়? ৪৮ বছর বয়সি বেকহামের উত্তর, ''কখনওই ভাবিনি খেলোয়াড় ও ক্লাবের মালিক হিসেবে একই রকম অনুভূতি হবে। যখন আমার কাছে ফোন এল, মনে হচ্ছিল আমি ওল্ড ট্রাফোর্ড বা ওয়েম্বলিতে হাঁটছি। অনুভূতিটা এমন যেন আমরা সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে সর্বকালের সেরা ফুটবলারকে দলে আনছি।'' মেসির সঙ্গে বেকহামের একটা মিলও আছে। ২০০৭ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে অভিষেক হয়েছিল বেকহামের, ইন্টার মায়ামিতে মেসির অভিষেক ২০২৩ সালে। ব্যবধান ১৬ বছরের হলেও তারিখটা একই-২১ জুলাই! রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে বেকহাম যখন মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমান, তখন কত কথাই না শুনতে হয়েছে। পুরো যুক্তরাষ্ট্রে তখন মাত্র ৬টি স্টেডিয়াম পুরোপুরি ফুটবলের জন্য বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বেকহামের মধ্যে মার্কিন ফুটবলকে বদলে দেওয়ার তাড়না

কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন তিনি। সেখানে থেকে যেতে চেয়েছেন। ইউরোপে যা কিছু শিখেছেন, সেটা যুক্তরাষ্ট্রেও বয়ে আনতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, মেসিও এমন ভাবনা থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, ''আমি বলছি না সব আমার চাওয়াতেই হয়েছে। লিগ যখন ধুঁকছিল, তখন অসংখ্য মানুষ আমাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে চেয়েছিল। তারা দূরদর্শী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। আমার মনে হয়, লিও (মেসি) সেটা দেখেছে এবং সব ভেবেচিন্তে এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। সে আরও দেখেছে যে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। এখানে আমি জিততে চাই। হোসে ও জর্জ (ম্যাস) জিততে চায়। লিও নিজেও জিততে চায়। ওর এখানে যোগ দেওয়ার ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল নয় দেশটির ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসেরই সবচেয়ে বড় দলবদল।'' এক ক্লাব ছেড়ে আরেক ক্লাবে যাওয়াকে অনেকে নতুন জায়গায় খেলার সুযোগ হিসেবে দেখলেও মেসির চোখে সেটা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার বলে মনে করেন বেকহাম, ''বিশ্বকাপ জয় ওর অর্জনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। খেলোয়াড় হিসেবে সম্ভাব্য সবকিছুই সে জিতেছে। ওর কাছে এটা (মায়ামিতে নাম লেখানো) শুধু এই দেশের ফুটবলকে বদলে দেওয়ার চ্যালেঞ্জই নয়, পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগানোরও। সে যখন মাঠে নামবে, শিশুরা ওর কথা বলবে, ওকে দেখে শিখবে। এ দেশে ফুটবলকে সে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরবে। ইতিমধ্যেই সে এটা করে ফেলেছে। শুধু মায়ামি বা যুক্তরাষ্ট্র নয়, এখানে আসার পর পুরো বিশ্ব ওকে নিয়ে কথা বলছে।'' পিএসজি অধ্যায়ের শেষ ভাগে সমর্থকদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল মেসির। বিশেষ করে ক্লাবটির কট্টর সমর্থকগোষ্ঠী (আলট্রাস নামে পরিচিত) বিশ্বকাপের পর পিএসজির জার্সিতে খেলা প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই তাঁকে কটাক্ষ করেছেন। রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ফুটবলার তাই মরসুম শেষেই প্যারিস ছাড়ার ঘোষণা করেন। নতুন গন্তব্য হিসেবে সৌদি ক্লাব আল হিলালের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছিল। সম্ভাবনা ছিল পুরোনো ঠিকানা বার্সেলোনায় ফেরারও। তবে ৭ জুন প্যারিসে বসেই স্পেনের দুই সংবাদমাধ্যম মুন্দো দিপোর্তিভো ও স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ''আমি ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' সুখবরটা বেকহাম কীভাবে পেয়েছেন, শুনুন তাঁর মুখেই, ''পরিবারের সঙ্গে আমি জাপানে ছিলাম। ভোর ৫টায় জেগে উঠি। কারণ, আমার ফোন বেজেই চলছিল। আমার স্ত্রী (ভিক্টোরিয়া বেকহাম) বলল, ফোন বন্ধ করে রাখো। কিন্তু ফোন হাতে নিয়ে মনে হলো, কিছু একটা হয়েছে। চশমা পরে ফোনের স্ক্রিনে তাকাতেই দেখি, লিও আসছে! সে নিজেই ঘোষণা করেছে। আমার স্ত্রী এরপর বলল, কী বোঝাতে চাইছ? সে কিসের ঘোষণা করেছে? আমি বললাম, ''টিভিতে এসে লিও নিশ্চিত করেছে যে সে ইন্টার মায়ামিতে আসছে। ওর কথা বলতে গিয়ে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলাম।'' মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত বেকহামের জীবনে এসেছে। কিন্তু সেরা কোনটা? সর্বকালের অন্যতম সেরা সেট-পিস বিশেষজ্ঞের জবাব, ''কোনও সন্দেহ নেই, এটা (মেসির আগমন)। ও কয়েক দিন হলো এখানে (মায়ামিতে) এসেছে। আমি প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টায় ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই। নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাই যে এটা সত্যি।'' ইন্টার মায়ামির পাশাপাশি ইংলিশ ফুটবলের চতুর্থ স্তরের ক্লাব সালফোর্ড সিটিরও সহমালিক বেকহাম। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় ক্লাব মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়েছে তাঁর। সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ক্লাব ইউনাইটেডের মালিকানা নিয়ে কথা বলেছেন। প্রিয় ক্লাবকে আর গ্লেজার পরিবারের হাতে দেখতে চান না বেকহাম, ''অবশ্যই ওদের চলে যাওয়া উচিত। কারণ, সমর্থকেরা আর তাদের চায় না। একবার যদি আপনি সমর্থক হারান, বিশেষ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবের সমর্থক তাহলে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন। অর্জনের দিক থেকে এবং আর্থিকভাবে অবশ্যই তারা (গ্লেজার পরিবার) সফল। কিন্তু এখন বদলের সময় এসেছে।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501